আমেরিকার ওপর ক্ষোভ বাড়ছে আরব বিশ্বে

সারে-জমিন

শুভেন্দুকে গ্রেফতার করার দাবি কুনালের

রূপসী বাংলা

গাজা যুদ্ধে সহিংসতাই সার, কোনও সমাধান নেই

সম্পাদকীয়

মার্কিন বিদেশ সচিব ভারতে আসায় বিক্ষোভ কলকাতায়

গ্রাম-বাংলা

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১১ নভেম্বর, ২০২৩
২৪ কার্তিক ১৪৩০
২৬ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করে দিল আইসিসি

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 303 ■ Daily APONZONE ■ 11 November 2023 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

২০২৪-এও ঈদে তিনদিন সরকারি ছুটি মিলবে না রাজ্যে

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২৪ সালের রাজ্যে সরকারি ছুটির তালিকা প্রকাশ করল। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার ছুটির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পর নানা মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকার ২০২৪ সালের যে ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে সরকারি কর্মীরা মোট ৪৫টি ছুটি পাবেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, এনআই অ্যাক্টে ২০২৪ সালে ছুটি থাকবে ২২ দিন। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের ছুটি থাকবে ২৩ দিন। মোট ৪৫ দিন ছুটি থাকবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের। তবে, এ বছরও মুসলিমদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদ উল ফিতরের সময় তিনদিন ছুটি মিলল না। যদিও দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের মুসলিমদের তরফ থেকে ঈদের সময় তিনদিন ছুটি দেওয়া দাবি তোলা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ২০২৪ সালের ঈদুল ফিতরের দিন ১১ এপ্রিল ও তার আগের দিন ১০এপ্রিল ছুটি ঘোষণা করেছে।

মুসলিমদের বক্তব্য, চাঁদ ওঠার উপর নির্ভর করে ঈদ উল ফিতর। রমজান অতিক্রান্ত হওয়ার পরদিন ঈদ পালিত হয়। চাঁদের অবস্থান অনুযায়ী ২৯ দিন পরেও হয়ে থাকে, আবার ৩০দিন পরও হয়ে থাকে ঈদ। ঈদ উদযাপনের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ বিভিন্ন জেলায় যাতায়াত করেন। কেউ কলকাতা থেকে সুদূর উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আবার উত্তর বঙ্গ থেকেও অনেকে দক্ষিণ বঙ্গের দিকে আসেন। ফলে রাস্তাতেই অনেকটা সময় চলে যায়। রাজ্য সরকার যদিও ঈদুল ফিতরের আগের দিনও ছুটি ঘোষণা করেছে গত বছরের ন্যায়। কিন্তু দূরবর্তী জেলার যেসব পড়ুয়া কলকাতায় বা ভিন্ন জেলায় পড়ে তাদের পক্ষে ঈদের পরদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসতে মুশকিলে পড়ে। বিশেষ করে যাদের পরীক্ষা থাকে। সেই দিক বিবেচনা করেই মুসলিমদের তরফে ঈদুল ফিতরে তিনদিন ছুটি দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু এবারও তাদের দাবিকে গুরুত্ব দেওয়া হল না বলে অভিযোগ। ছটপুজোর মতো মূলত অবাঙালিদের পুজোতেও যেখানে অতিরিক্ত ছুটি দেওয়া হয়েছে, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, লক্ষ্মীপুজোয় অতিরিক্ত ছুটি মিলছে যেখানে ঈদের সময় তিনদিনে ছুটি দেওয়া হলে মুসলিমরা ন্যায়বিচার পেত বলে বহু সচেতন মুসলিম মন্তব্য করেন। তবে, মুসলিমদের বেশ কয়েকটি পরবে রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে ছুটি রয়েছে ঈদুজ্জোহা ১৭ জুন, শবেবরাত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ফাতেয়া দোয়াজ দাহম ১৬ সেপ্টেম্বর, মুহাররম ১৭ জুলাই।

চড় মারা কাণ্ডে উত্তরপ্রদেশের শিক্ষাসচিবকে সমন পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

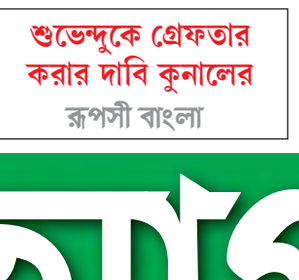

আপনজন ডেস্ক: মুসলিম সহপাঠীকে চড় মারার জন্য এক স্কুল শিক্ষককে নির্দেশ দেওয়ার ঘটনায় শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের শিক্ষা বিভাগের মুখ্যসচিবকে তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি অভয় এস ওকা ও বিচারপতি পঙ্কজ মিথালের বেঞ্চ বলেছে, রাজ্য সরকার নির্যাতিত এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য শিশুদের জন্য যথাযথ কাউন্সেলিং পরিষেবার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আদালত বলেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উত্তরপ্রদেশ শিক্ষা বিভাগ বিভিন্ন আদেশ পালন করেনি। অন্তত, হলফনামায় যেমন দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময়কর। শীর্ষ আদালত টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজকে (টিআইএসএস) শিশু কল্যাণ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, যারা মুজফফরনগরে নির্যাতিতার বাড়িতে পেশাদার কাউন্সেলিং দিতে পারে। এতে বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মুখ্য সচিব শীর্ষ আদালতের পূর্ববর্তী আদেশগুলি মেনে চলা নিশ্চিত করবেন। ১১ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

নিজের লোকসভা কেন্দ্রে ৭০ হাজার বার্ধক্য ভাতা চালু করবেন অভিষেক

নিলেন নওশাদের প্রার্থী হওয়ার চ্যালেঞ্জও

নকীব উদ্দিন গাজী ● ফলতা

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের আগে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়সড়ো ঘোষণা করলো তার সংশোধনীয় এলাকায়। প্রায় সত্তর হাজারের বেশি বার্ধক্য ভাতা দেবে তৃণমূল কংগ্রেস, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় এলাকার মানুষ বার্ধক্য ভাতার জন্য দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে বারবার জানিয়েছ তাদেরকে সেই বার্ধক্য ভাতা দেওয়া যায়নি যতবার এই লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় গেছি বয়স্ক লোকেরা বারবার জানিয়েছে এই বার্ধক্য ভাতার জন্য অনেকের সন্তান নেই কিভাবে তাদের সংসার চলবে। এইসব কথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবিয়ে তুলেছিল, তাই সেই সব বয়স্ক মানুষদের কথা মাথায় রেখে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তার এলাকার যেসব মানুষ বাধ্যক্ষ ভাতা পেতে পারে তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেন। কেন্দ্র সরকার টাকা না দেওয়ার কারণে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ আবাস যোজনার কাজ বন্ধ গরিব মানুষের সরকার নয়, গরিব মানুষের সরকার তৃণমূল কংগ্রেস তাই ৩৬৫ দিনই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সর্বদা সবার পাশে থাকেন, এবারের সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সাতটি বিধানসভার প্রায় ৭০ হাজার মানুষের বার্ধক্য ভাতা তুলে দেবেন জানুয়ারি মাস থেকে এমনটাই ঘোষণা করেন, ফলতা বিজয়া সম্মেলনে এসে।

পাশাপাশি এদিন বলেন ফলতা বিধানসভায় ৯ বছরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার রাস্তার কাজ করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের আর কয়েক মাস পরেই প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল পরিসেবা পৌঁছে যাবে। একের পর এক উন্নয়ন করা হয়েছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে হয়েছে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ আগামী দিনে আরও উন্নয়ন হবে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ যেভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছে আমি তাদের কাছে চিরঋণী। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ আমার পরিবার আমি সেই পরিবারের একজন আমাদের সম্পর্কটাকে ভাঙতে চাইছে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে চাইছে,অনেকে তাদেরকে ২০২১ শে যেমন করে মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছো বিরোধীদের সেইভাবে ২০২৪ এ নির্বাচনে ঝামা ঘষে দিও ওই সাম্প্রদায়িক দলকে। তিনি এদিন তার বিরুদ্ধে নওশাদ সিদ্দিকীর প্রার্থী হওয়াকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন। তিনি বলেন, যে দাঁড়াতে চায় দাঁড়াতে পারে। সিপিএম আমাকে হারাতে সংখ্যালঘু তাস খেলছে। কোনও লাভ হবে না। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফলতার বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর নস্কর, ব্লক যুব সভাপতি জাহাঙ্গীর খান সহ একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষরা।

রাজ্যের ২৫৩টি বিএড, ডিএলএড কলেজের অনুমোদন বাতিল হল

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের ২৫৩টি ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড) এবং ডিপ্লোমা অব এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডিএলএড) কলেজের স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে।

এর ফলে রাজ্যে মোট বিএড ও ডিএলএড কলেজের সংখ্যা ৬২৪ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৭১- এ। সূত্রের খবর, এই ২৫৩টি প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন বাতিল করা হয়েছে কারণ তাদের এই ধরনের কোর্স পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই, যা ভবিষ্যতের শিক্ষকদের তৈরি ও প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জানা গেছে, এই ধরনের কোর্স পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকার পাশাপাশি এই কলেজগুলিতে নিয়ম অনুসারে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষকও নেই। এই ধরনের কলেজ চালানোর জন্য কেন্দ্র নির্দেশিত যে নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি রয়েছে, তা বেসরকারি কলেজগুলির একাংশ। মোটেই পালন করেনি বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে রাজ্যের বিআর অম্বেডকর বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আগাম সতর্ক করা হয় বলে সুত্রের খবর। পশ্চিমবঙ্গের নোডাল বিশ্ববিদ্যালয় বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, যা সমস্ত বিএড এবং ডিএলএড কলেজগুলির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'বিএসএইইউ'র নজরে আনা হয়েছে যে, কিছু অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তি শিক্ষার্থী, কলেজ এবং বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ বিপন্ন করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করছে। এসব অসাধু ব্যক্তিরা নেতিবাচক ধারণা তৈরি এবং স্বাভাবিক একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য আর্থিক বিবেচনার বিপরীতে অধিভুক্তির খবর প্রচার করছে।

এনসিটি কর্তৃক নির্ধারিত সকল নিয়ম-কানুন পূরণই অধিভুক্তি প্রদানের একমাত্র মাপকাঠি। তবে একসঙ্গে এতগুলি শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বকিৃতি বাতিল হওয়ায় সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে হবু শিক্ষক শিক্ষার্থীরা।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা তদন্ত চালাচ্ছে।

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

অ্যান্ড কার্ডিয়াক সেন্টার

সহরারহাট ● ফলতা ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা

স্বল্পমূল্যে সেরা চিকিৎসার সুযোগ

- রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিসেবা
- হার্ট ও ব্রেন ছাড়াও সমস্ত রোগের সুচিকিৎসা
- মাত্র ৩৫০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ প্যাকেজ
- সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়
- ২৪ ঘন্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি
- ২৪ ঘন্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে প্রথম

হার্টের অপারেশনের সুবিধাযুক্ত হাসপাতাল

অ্যাঞ্জিওগ্রাফি

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারি

পেশমেকার

ডিরেক্টর ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত MBBS, MD, Dip Card

9123721642 / 6289261903

ভর্তি চলছে

গ্রীন মডেল অ্যাকাডেমি (উ: মা:)

(দিলখোস অ্যাকাডেমি) (M.CAT - এর অর্ন্তভূক্ত)

প্রতিষ্ঠাতা ইসহাক মাদানী

বালক (পৃথক পৃথক ক্যাম্পাস) বালিকা

নতুন শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম ফিলাপ চলছে।

একটি উন্নতমানের আদর্শ আবাসিক / ডে-বোর্ডিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মাধ্যমিকে সাফল্যের কিছু মুখ

Mob : 7001167827, 8145862113, 9832248082, 9647812571

পথ নির্দেশিকা ঃ জঙ্গীপুর-লালগোলা বাস রুটে, মহলদার পাড়া / কৃষ্ণশাইল বাস স্টপেজে নেমে ১ কিমি ব্রিমোহিনী মোড়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩০৩ সংখ্যা, ২৪ কার্তিক ১৪৩০, ২৬ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

জয় আমাদের সুনিশ্চিত

আধুনিক জীবন মানসিক চাপে জরাজীর্ণ। বিশ্বময় এত অশান্তি এত যুদ্ধবিগ্রহ, ঘরে-বাহিরে, পথে-পথে, পদে-পদে এত সমস্যা যে, মনে হইতে পারে—এই সময়ের মানুষ ইহকালেই যেন নরকের রিহার্সেল করিতেছে। এই ক্ষেত্রে নিভৃতে নিরিবিলি আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেকে এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে—এত স্ট্রেস বা মানসিক চাপ লইয়া বাঁচা যায় কী করিয়া? সমস্যার তো শেষ নাই। অবস্থা এমন যে, যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ; কিন্তু তাহার পরও কথা আছে।

কথাটি হইল—অনেক জ্ঞানী-গুণীর মতে, আধুনিক জীবনে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ হইল আমাদের কর্মের চালিকাশক্তি। অর্থাত্ মানসিক চাপ হইল ঘানি। আর সেই ঘানি আমাদের ভিতর হইতে নিংড়াইয়া কর্মরস বাহির করে। এই ঘানি বা চাপ আমাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা নহে। এই জন্য আধুনিক জীবনটা যেন অনেকটা প্রেশার কুকারের মতো—যাহাতে অল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে কার্য হাসিল করা হয়; কিন্তু সেই প্রেশার কখনো-সখনো ভয়ংকর বিপদও ডাকিয়া আনে। আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর দিকে দিকে যুদ্ধ যেন প্রতিদিন অস্থিরতার নূতন ইতিহাস রচনা করিয়া চলিতেছে। সেই সুনামি আর অস্থিরতায় বিশ্বের সকল দেশেরই সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর মানসিক সমস্যা দেখা দিয়াছে। বাংলাদেশও উহার বাহিরে নহে। তরুণরা যেই হেতু স্বপ্নের কারিগর হয়, তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে দীর্ঘ জীবন। সেই কারণে জীবনের নিয়মে তাহাদের উদ্বেগ-উত্কণ্ঠাও অধিক থাকে। এই জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি জরিপে দেখা গিয়াছে, তরুণ শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত ভয় ও উদ্বেগে জর্জরিত। পাশাপাশি দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও ব্যবহারে পরিবর্তনও আসিয়াছে শিক্ষার্থীদের জীবনে। ৮০ শতাংশের কাছাকাছি শিক্ষার্থী জানাইয়াছেন, তাহাদের মন খারাপ হওয়া, হঠাত্ ক্লান্তিসহ নানা জটিলতা বাড়িয়াছে। তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীই চাকুরির ক্ষেত্রে ভবিষ্যত্ ক্যারিয়ার লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই অনিশ্চয়তার কারণেও মানসিক চাপ বাড়িতেছে তাহাদের।

জগতে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের সংকটাপন্ন অবস্থা তৈরি হইয়াছে। এমনকি বিখ্যাত মনীষীরাও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবল মানসিক চাপে পিষ্ট হইয়াছেন। এই অবস্থায় সবচাইতে জরুরি বিষয় হইল—সকলের পূর্বে নিজেকে জানা। প্রকৃত আত্মোপলব্ধি থাকিলে প্রবল মানসিক চাপের একটি 'সেফটি ভালব' তৈরি হইয়া যায়, প্রেশার কুকারের মতো। তাহাতে ভয়ংকর বিপদ হইতে বাঁচা যায়। উদ্বেগের ক্ষেত্রে উইনস্টন চার্চিল বলিয়াছেন, 'যখন আমি আমার সমস্ত উদ্বেগের দিকে ফিরিয়া তাকাই, তখন আমার সেই বৃদ্ধের গল্পটি মনে পড়ে যে—তাহার মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছিলেন—তাহার জীবন দুশ্চিন্তাজনিত কষ্টে জর্জরিত ছিল, যেই সকল দুশ্চিন্তার প্রায় কোনোটাই কখনো ঘটে নাই।' খলিল জিবরান মনে করিতেন, 'আমাদের উদ্বেগ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া আসে না, বরং আসে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টা হিসাবে।' এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ উক্তিটি করিয়াছেন হ্যারি পটারের স্রষ্টা জে কে রাউলিং। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, 'কোনো কিছুতে ব্যর্থ না হইয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।'

সুতরাং ব্যর্থতা জীবনেরই অপরিহার্য অংশ। ইহারও মূল্য রহিয়াছে। যখন মনে হয়, টানেলের শেষ প্রান্তেও কোনো আলো নাই—তখন অবশ্যই জানিতে হইবে যে, ইহা শতভাগ বিভ্রান্তিমূলক ভাবনা। কারণ, আমরা কখনোই আমাদের 'ভবিষ্যত্' জানি না। আমরা যাহা যেইভাবে ভাবি, কখনই তাহা সেইভাবে হয় না। অতীতেও হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। সুতরাং টানেলের শেষপ্রান্তে অবশ্যই আলো রহিয়াছে। শুধু প্রশ্নটা হইল, টানেলটা কতখানি লম্বা এবং আপনি সেই লম্বা টানেল পাড়ি দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন কি না, কিংবা ভয় পাইতেছেন কি না। এই ক্ষেত্রে সবচাইতে সহজ ভাবনা হইল—টানেলের পথ লইয়া ভাবিয়া দেখিবার দরকার নাই, কখনো না কখনো আলো তো আসিয়া পড়িবেই—এই বিশ্বাস রাখিয়া আগাইয়া যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া বুদ্ধিমানের কাজ না করিয়া হতাশ হওয়া সবচাইতে বড় নির্বুদ্ধিতা। অতএব, নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আলোর দেখা মিলিবেই। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

গাজা যুদ্ধে সহিংসতাই সার, কোনও সমাধান নেই

হামাসের সর্বশেষ হামলা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের নজিরবিহীন সামরিক অভিযান মধ্যপ্রাচ্যের অনন্ত সহিংসতার চক্রকে আবার সক্রিয় করে তুলেছে বলে মনে হচ্ছে। বাস্তবতা হলো, এই সহিংসতার চক্রকে ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে কারুরই তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। ফলে ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত হবে বলেই মনে হচ্ছে। এ অবস্থায় যদি কেউ সত্যিকার অর্থে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়, তাহলে তার অবশ্যই ইসরায়েলি ও ইসলামি মৌলবাদী সশস্ত্র যোদ্ধাদের প্রকৃত সত্যটা বুঝিয়ে বলতে হবে। লিখেছেন মুহাম্মাদ আলাজ্জেহ।

হামাসের সর্বশেষ হামলা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের নজিরবিহীন সামরিক অভিযান মধ্যপ্রাচ্যের অনন্ত সহিংসতার চক্রকে আবার সক্রিয় করে তুলেছে বলে মনে হচ্ছে। বাস্তবতা হলো, এই সহিংসতার চক্রকে ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে কারুরই তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। ফলে ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত হবে বলেই মনে হচ্ছে। এ অবস্থায় যদি কেউ সত্যিকার অর্থে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়, তাহলে তার অবশ্যই ইসরায়েলি ও ইসলামি মৌলবাদী সশস্ত্র যোদ্ধাদের প্রকৃত সত্যটা বুঝিয়ে বলতে হবে।

বড় হতে হতে আমরা শিখেছি, নিজেকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে হলে নিজের অতীতকে ভালো করে জানতে হয় এবং সেগুলো খুব সতর্কভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। কিন্তু আজকের দিনে আমরা এমন দুটি বিবদমান পক্ষ নিয়ে কথা বলছি যারা তাদের অতীত অভিজ্ঞতাকে ঠিকমতো মূল্যায়ন করতে রাজি নয়। এমনকি ভবিষ্যতে করণীয় পরিকল্পনাও তাদের নিজেদের কাছে পরিষ্কার নয়।

২০০৮, ২০১৪ এবং ২০২১ সালে হামাস যেসব হামলা চালিয়েছিল, তার চেয়ে গত ৭ অক্টোবর চালানো হামলা অনেক বেশি চৌকস ও পরিকল্পিত ছিল। পূর্ব জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে ইহুদি দখলদারির প্রতিবাদ এবং ইসরায়েলি কারাগারে বন্দী থাকা ফিলিস্তিনিদের মুক্ত করার উদ্দেশেই হামাস এই হামলা চালিয়েছে বলে বলা হচ্ছে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই হামলায় গাজার মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি একটুও বদল তো হয়ইনি; উল্টো হামাসের হামলায় ইসরায়েলের যত সংখ্যক লোক নিহত হয়েছে, তার চেয়ে প্রায় পাঁচ গুণ ফিলিস্তিনি এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে। এ ছাড়া ফিলিস্তিনের শত শত বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ফিলিস্তিনিদের চলাচলে আগের চেয়ে অনেক বেশি কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে এবং তাদের ওপর ধরপাকড়ও বহু গুনে বেড়ে গেছে।

হামাস ৭ অক্টোবরের হামলায় ১৪০০ ইসরায়েলি নাগরিককে হত্যা করার পর এখন পর্যন্ত ইসরায়েল তাদের চালানো হত্যাযজ্ঞ এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করেনি। এর আগে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ হামাসকে বশীভূত করতে পারেনি, কারণ ইসরায়েল বরাবরই সমস্যার মূলে না গিয়ে শুধুমাত্র ওপরের 'রোগলক্ষণ' সরিয়ে হামাসকে উৎখাত করতে চেয়েছে।

ইসরায়েল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তাদের নিজেদের নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার নামে বহুবার যুদ্ধ জড়িয়েছে এবং তার মূল্য হিসেবে ফিলিস্তিনিদের জীবন, অধিকার ও ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর চরম ডানপন্থী সরকার তাদের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ আসনে ধর্মীয় উগ্রবাদীদের বসিয়েছে এবং সেই ব্যক্তিরা আল আকসা থেকে শুরু করে দখলকৃত গোটা পশ্চিম তীরে অস্থিরতা উসকে দিচ্ছে।

খুবই ভ্রান্তভাবে ইসরায়েলিরা বিশ্বাস করে, অত্যন্ত মানবেতরভাবে ও উৎপীড়নের মধ্যে ক্ষীণ আশা নিয়ে বেঁচে থাকা ফিলিস্তিনিরা শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে; ফিলিস্তিনিরা আর কোনো দিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, সিরিয়া ও মিসরের সংঘাত ও সেখানকার দখলদারির সর্বশেষ ইতিহাস বলে দিচ্ছে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। নির্যাতিত হয়ে মুখ বন্ধ করে থাকা মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের অধিকারের বিষয়ে দৃশ্যত উদাসীন থাকতে পারে; কিন্তু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে থেকেই যায়। কোনো না কোনো সুযোগ পেলেই সেই মুক্তির অভিলাষ ফিনকি দিয়ে ছুটতে শুরু করে। চলমান এই যুদ্ধে ইসরায়েলের দৃশ্যমান লক্ষ্য হলো, হামাস যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তার প্রতিশোধ নেওয়া; ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর নৃশংস প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রান্ত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা এবং গাজা থেকে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। কিন্তু ইসরায়েল এখনো ব্যাখ্যা করেনি, কীভাবে তারা সেই উদ্দেশ্য পূরণ করবে। পরবর্তী পরিস্থিতি তারা কীভাবে সামাল দেবে, সে বিষয়েও তাদের কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই।

এ অবস্থায় আরব এবং ইসরায়েলি—উভয় পক্ষকেই তাদের নীতি ও পদক্ষেপগুলো কতটুকু অর্জন করতে পারবে সে সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা মনে রাখা এবং সে অনুযায়ী সামনে পা ফেলাটাই এমন একটি পথের সন্ধান দিতে পারে যা উভয় পক্ষের ভবিষ্যতের জন্য নিদেনপক্ষে কিছুটা আশার আলো দেখাতে পারে। চলমান এই যুদ্ধে ইসরায়েলের দৃশ্যমান লক্ষ্য হলো, হামাস যে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তার প্রতিশোধ নেওয়া; ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর নৃশংস প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রান্ত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা এবং গাজা থেকে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। কিন্তু ইসরায়েল এখনো ব্যাখ্যা করেনি, কীভাবে তারা সেই উদ্দেশ্য পূরণ করবে।

অন্যদিকে হামাস প্রতিবারই গাজা ও গাজার সাধারণ মানুষকে ইসরায়েলের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। এতে গোটা আরব ভূখণ্ডের মানুষ আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। গাজায় চালানো ধ্বংসযজ্ঞ যে শুধু আরব শহরগুলোর রাজপথেই ক্ষোভ ছড়ায় তা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ঠান্ডা মাথার মানুষেরও রক্ত গরম করে ফেলে। দুঃখের বিষয়, অনেক শিক্ষিত ও অভিজাত আরবকেও তখন ফিলিস্তিন ইস্যুতে হামাসকে সমর্থন দিতে দেখা যায়। সম্প্রতি হামাসের সমালোচনা করায় আমাকে এমনই একজন আরব বুদ্ধিজীবীর ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে। তিনি বলছিলেন, হামাস কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন নয়, এটি একটি প্রতিরোধ আন্দোলন। তিনি বলছিলেন, ইসরায়েলিদের মধ্যে যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা বেসামরিক লোক নন, তাঁরা অবৈধ বসতি স্থাপনকারী; সুতরাং এই মৃত্যু তাদের প্রাপ্য।

এই ধরনের ভাষ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার কারণে কীভাবে ঘৃণা ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে তা সহজেই অনুমেয়।

ইসরায়েল যদি হামাসকে নির্মূল করতে না পারে, এমনকি হামাসের সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ন করতে না পারে, তাহলে ইসরায়েলের লক্ষ্য খুব কমই পূরণ হবে। গাজায় যে নজিরবিহীন ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে কয়েক দশক সময় লেগে যাবে।

একইভাবে, এই হামলার মধ্য দিয়ে হামাসের ঘরে যা অর্জন হিসেবে আসবে তা হলো, স্রেফ একটি আত্মতুষ্টিমূলক শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ যার বিনিময়ে গাজার নিরপরাধ জনগণকে রক্ত, ঘরবাড়ি এবং ভবিষ্যৎকে মূল্য হিসেবে দিতে হবে।

যখনই যুদ্ধ শেষ হবে তখনই নিরীহ বেসামরিক ইসরায়েলিদের প্রতি হামাসের ঘৃণা চরমে পৌঁছে যাবে। যুদ্ধ শেষে আবারও হামাসের সমর্থকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘর ও নিরপরাধ গাজাবাসীর মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে 'বিজয়' উদযাপন করবে।

এ অবস্থায় আরব এবং ইসরায়েলি—উভয় পক্ষকেই তাদের নীতি ও পদক্ষেপগুলো কতটুকু অর্জন করতে পারবে সে সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা মনে রাখা এবং সে অনুযায়ী সামনে পা ফেলাটাই এমন একটি পথের সন্ধান দিতে পারে যা উভয় পক্ষের ভবিষ্যতের জন্য নিদেনপক্ষে কিছুটা আশার আলো দেখাতে পারে।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত আকারে অনূদিত
মুহাম্মাদ আলাজ্জেহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারবিশেষজ্ঞ ও জর্ডানের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটের সাবেক সদস্য

মুহাম্মাদ আয়াশ

ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যে কারণে আরব নেতাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা

শুধু মুখের বুলি যথেষ্ট নয়। জাতিসংঘের প্রস্তাব যথেষ্ট নয়। আনুষ্ঠানিক নিন্দা যথেষ্ট নয়। সামান্য পরিমাণ ত্রাণ পাঠানো যথেষ্ট নয়। এসব কথা ও কাজের সবই ফাঁকা ও অর্থহীন। ফিলিস্তিনে যখন গণহত্যা চালানো হচ্ছে, ইসরায়েল যখন কারও কথায় পাত্তা না দিয়ে নির্বিচার শহরগুলো ধ্বংস করছে, তখন আরব দেশগুলোকে অর্থপূর্ণভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ইসরায়েল যখন দানবের মতো মানুষ হত্যা করে যাচ্ছে, তখন ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষসহ পুরো আরব বিশ্বকে কুণ্ঠাহীনভাবে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরব বিশ্বের সব দেশ শুধু নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ মাথায় রেখে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, কোনোভাবেই তারা নৈতিক অবস্থান থেকে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে না। আমি সব সময়ই ন্যায্যতার ভিত্তিতে অবস্থান নেওয়ার পক্ষে থাকায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই অবস্থানে থেকেই আমি মনে করছি, আরব দেশগুলোকে নিজেদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই ইসরায়েলের সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব সব সম্পর্ক ছিন্ন করা দরকার।

ইসরায়েল যেখানে তার ঔপনিবেশিক প্রকল্প এগিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে কাজ করছে, সেখানে আরব শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবতে পারছে না এবং ফিলিস্তিনিদের বিষয়কে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। আরব দেশগুলোর এই উন্নাসিকতার দুটি কারণ রয়েছে।

এর মধ্যে প্রাথমিক ও প্রধান কারণ, আরব নেতারা ইসরায়েলের সামরিক ক্ষমতাকে ভয় পান; বিশেষ করে ইসরায়েল কার্যত একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হওয়ায় তাঁদের ভয়টা বেশি। ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে জড়ালে তা আরব রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ রক্ষা করবে, এমনটি আরব নেতারা বিশ্বাস করেন না। উল্টো তাঁরা বিশ্বাস করেন, ইসরায়েল ও তার পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ালে সেটি আরব সেনাবাহিনীগুলোকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, এই শাসকেরা কোনোভাবেই পশ্চিমা শক্তিগুলোকে খেপিয়ে তুলতে চান না। এই শাসকেরা ভালো করেই বুঝতে পারেন, ইসরায়েল পশ্চিমাদের একটি সাম্রাজ্যবাদী সহচর। তাঁরা সব দিক হিসাব-নিকাশ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, যেহেতু তাঁরা মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন না, যেহেতু পশ্চিমাদের তালে তাল মেলালে অনেক আর্থিক লাভ হয়, সেহেতু পশ্চিমাদের কথার বাইরে না গিয়ে চলাই সব দিক থেকে নিরাপদ।

আসল ঘটনা হলো, পশ্চিমাদের অনুগ্রহ যারা পেয়ে থাকে, তারা সংখ্যায় খুবই কম। মূলত অর্থনৈতিকভাবে অভিজাত একটি শ্রেণি এই সব সুবিধা পেয়ে থাকে। পশ্চিমা আর্থিক সুবিধার ছিটেফোঁটা হয়তো মধ্যবিত্তের কপালেও কালেভদ্রে জোটে, কিন্তু এই আরব অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ সেসব সুবিধা পায় না। ফলে যৌক্তিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আরব জনগণ ক্ষমতার কাছে থাকা অভিজাত গোষ্ঠীকে দুর্নীতিপরায়ণ মনে করে। ২০১১ সালে আরব বসন্তখ্যাত গণবিদ্রোহের মূল কারণ ছিল এটিই।

যদিও আরব শাসকদের অনেকেই প্রতিবাদকারীদের কয়েদখানায় বন্দী করে, নির্যাতন করে, হত্যা করে, নজরদারিতে নিয়ে নিজেদের শাসন টিকিয়ে রেখেছেন এবং বিদ্রোহ দমন করে আসছেন; কিন্তু এসব দিয়ে তাঁরা জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে হারিয়ে দিতে পারেননি। ফলে একটু সুযোগ পেলেই জনগণ আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এবং ক্ষমতাসীনদের নামাতে রাস্তায় নেমে পড়বে। যদিও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিজাত গোষ্ঠী এটিকে 'নিরাপত্তাব্যবস্থা' প্রয়োগের মাধ্যমে সামাল দেওয়ার মতো একটি সমস্যা বলে মনে করে (যেমনটি তারা ২০১০ সালে মনে করেছিল); কিন্তু আমি বলব, এটি একেবারেই স্বল্পমেয়াদি চিন্তাভাবনা। আমি মনে করি, দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা মাথায় রেখে এই জনক্ষোভ ভেতর থেকে প্রশমন করা উচিত।

আরব বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষ নানা কারণে অকুণ্ঠভাবে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করে। তারা ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামকে নিজেদের মর্যাদা ও মুক্তির আন্দোলনের প্রতিফলন হিসেবে দেখে। যখন তারা আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রের মর্যাদা না পাওয়া গরিব ফিলিস্তিনিদের পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে দেখে, তখন তারা দারুণভাবে উদ্দীপ্ত হয়। ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামী চেতনা আরব জনগণের মধ্যে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী শাসনের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে। তারা তখন প্রশ্ন তুলতে শুরু করে, কেন মিসর ও জর্ডানের সরকার গাজার ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা অবসানে সক্রিয় অবস্থান নিতে ব্যর্থ হচ্ছে; কেন সৌদি আরব তার তেল সরবরাহের সুবিধাকে ব্যবহার করে ইসরায়েলকে যুদ্ধে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রকে চাপ দিচ্ছে না। যদিও শাসকগোষ্ঠী তাদের জনগণকে সামষ্টিকভাবে তাদের শাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা থেকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়; কিন্তু দিন শেষে প্রশ্নগুলো জনগণের হৃদয়ের মধ্যে আটকে থাকে। এই প্রশ্নগুলো আরব সম্প্রদায়ের তৃণমূল পর্যায়ে সার্বক্ষণিকভাবে আলোচিত হচ্ছে। তবু এই শাসকেরা এত মানুষের চাওয়ার বিপক্ষে দাঁড়ান শুধু পশ্চিমাদের স্বীকৃতি ও সহযোগিতার আশায়।

সর্বগ্রাসী শাসকেরা কখনোই তাঁদের দ্বারা শাসিত জনগণের মুখোমুখি হতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। উল্টো তাদের তাঁরা ভয় পান।

যদিও পশ্চিমাদের স্বীকৃতির জোরে এই শাসকেরা দীর্ঘদিন টিকে আছেন, কিন্তু সেই স্বীকৃতি বরাবরই নাজুক অবস্থায় থেকেছে।

এখন যদি এই শাসকেরা সরাসরি জনগণের মতামত ও আহ্বানে সাড়া দেন, তাহলে তাঁরা নিজ দেশের মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হতে পারবেন। ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়ানোর মাধ্যমে তাঁরা জনগণের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। আসলে নিজ দেশের জনগণের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর নিবিড় বন্ধনের একটা বড় সুযোগ করে দিয়েছে ফিলিস্তিনিদের সংগ্রাম।

আরব শাসকেরা যেদিন নিজ দেশের জনগণের সঙ্গে একীভূত হয়ে ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়াতে পারবেন, সেদিনই মূলত তাঁরা প্রকৃত সার্বভৌম শাসকের মর্যাদা পাবেন। তার আগে নয়।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, অনুবাদ, মুহাম্মাদ আয়াশ
জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করা লেখক ও কানাডার মাউন্ট রয়্যাল ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক

প্রথম নজর

এক ভিসাতেই ঘোরা যাবে মধ্যপ্রাচ্যের ৬ দেশ

আপনজন ডেস্ক: নতুন ভিসা পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে। অঞ্চলটির জন্য প্রস্তাবিত 'ইউনিফায়েড ট্যুরিজম ভিসা' বা একক ভিসা ব্যবস্থার অনুমোদন দিয়েছে গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল বা জিসিসিভুক্ত দেশগুলো। এর ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাতে সূচনা হতে যাচ্ছে নতুন এক যুগের।

সংবাদমাধ্যম আরব নিউজের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি ওমানে জিসিসি মন্ত্রীদের ৪০তম বৈঠকের পর সংস্থাটির মহাসচিব জসিম আল বুদাউই একক ভিসা ব্যবস্থায় অনুমোদনের ঘোষণা দিয়েছেন। ২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ছয়-দেশের ব্লকজুড়ে এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে বলে জানা গেছে। আর এটি চালু হলেই জিসিসিভুক্ত ছয় দেশ- সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, বাহরাইন, ওমান, কুয়েত ও কাতারে ভ্রমণ করা যাবে একটি ভিসায়।

এ ঘোষণার পর জসিম আল বুদাউই বলেন, ইউনিফায়েড গালফ ট্যুরিস্ট ভিসা এমন একটি প্রকল্প, যা জিসিসির ছয়টি দেশের মধ্যে বসবাসকারী এবং পর্যটকদের চলাচল সহজতর ও সুগম করতে অবদান রাখবে। অর্থনৈতিক ও পর্যটন খাতেও নিঃসন্দেহে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন তৌক গত মাসে বলেছিলেন, ইউনিফায়েড ভিসা হলো জিসিসির ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের অন্যতম প্রধান উপাদান। এর লক্ষ্য ভ্রমণ খাতের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা গতিশীল করা। নতুন এই উদ্যোগের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের এই ছয় দেশে পর্যটক সংখ্যা ১২ কোটিতে উন্নীত করতে চায় জিসিসি।

এইচএসবিসির তথ্যানুসারে, বৈশ্বিক অর্থনীতির খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও ভালো অবস্থানে আছে মধ্যপ্রাচ্যের পর্যটন খাত। বিশেষ করে করোনা-পরবর্তী সময়ে এই খাত থেকে আয় বেড়েছে।

জিসিসির এই ইউনিফায়েড বা একক ভিসা ব্যবস্থা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য 'গেম চেঞ্জার' হবে বলেই মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা।

আমরা কখনো গাজা দখল করবো না: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বৃহস্পতিবার বলেছেন, ইসরায়েল কখনো গাজা দখল করবে না। তবে এখন যুদ্ধবিরতিরও সময় নয়।

তিনি আরো বলেন, ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী গাজা উপত্যকায় হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। সেনাবাহিনী ব্যতিক্রমী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে উল্লেখ করে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা গাজা শাসন করতে চাই না। আমরা এটি দখলও করতে চাই না, তবে আমরা নিজেদের এবং গাজার মানুষকে একটি উন্নত ভবিষ্যত উপহার দিতে চাই।

আমেরিকার ওপর ক্ষোভ বাড়ছে আরব বিশ্বে

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসবিরোধী যুদ্ধে ইসরায়েলকে একতরফা সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু মৌখিক সম্মতিই নয় সামরিকভাবেও সাহায্য করছে। এতে গাজায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১১ হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছে লাখ লাখ।

এমন পরিস্থিতিতে আরব বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভ বাড়ছে বলে বাইডেন প্রশাসনকে সতর্ক করেছে মার্কিন কূটনীতিকরা।

এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, গাজায় যে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে তাতে ইসরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

তাছাড়া গাজা যুদ্ধে অভ্যন্তরীণভাবেও চাপে রয়েছেন জো বাইডেন। কারণ গাজায় এরই মধ্যে একটি মানবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখন পর্যন্ত কার্যকর করা যায়নি যুদ্ধবিরতি। ফলে দেশে দেশে ইসরায়েলের রিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে।

ইসরায়েলের অব্যাহত বোমা হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৪৩ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ১১ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। ইসরায়েলের স্থল, নৌ ও আকাশ পথের এই হামলায় প্রতিনিয়তই বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণ ঝরছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক অফিস জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় স্থল অভিযানে আরও দুই ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন।

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে নিহত বেড়ে ১২ হাজার ৩০০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার শাসক গোষ্ঠী হামাস ও দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উভয় পক্ষের মোট ১২ হাজার ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) উভয় পক্ষের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত তথ্য অনুসারে এ খবর জানা গেছে।

গাজার স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলের নজিরবিহীন হামলায় এখন পর্যন্ত গাজায় ১০ হাজার ৮১২ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এছাড়াও, পশ্চিম তীরে ১৭৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে চার হাজার ৪১২ জনই শিশু।

ওদিকে দখলদার ইসরায়েল জানিয়েছে, হামাসের অভিযানে তাদের এক হাজার ৪০৫ জন নাগরিক নিহত হয়েছে। এছাড়া গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর শুরু করা স্থল হামলায় এখন পর্যন্ত নিজেদের অন্তত ৩৫ সেনার মৃত্যু হয়েছে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) একটি বিবৃতি জারি করে বলেছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা উপত্যকার আল-শিফা হাসপাতালের কাছে হামাসের একটি সামরিক জোনে আক্রমণ করেছে। হামরায় সামরিক অঞ্চলের অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে এবং ৫০ জনের বেশি হামাস যোদ্ধাকে হত্যা করেছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মতে, সামরিক অঞ্চলটি হামাসের গোয়েন্দা ও অপারেশন কেন্দ্র। ওই অঞ্চলে তাদের সামরিক অভিযান এখনও চলছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার হামাসের সশস্ত্র শাখা আল-কাসাম ব্রিগেড ঘোষণা করেছে, তারা দক্ষিণ ইসরায়েলি শহর আশদোদ এবং একটি ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটিতে রকেট নিক্ষেপ করেছে।

এছাড়াও, গাজা উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে। অনেক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে।

শুক্রবার ইসরায়েল অন্তত তিনটি হাসপাতাল বা এর কাছাকাছি বিমান হামলা চালিয়েছে বলে গাজার কর্মকর্তারা বলেছেন।

ইসরায়েলের হামলায় বাস্তুচ্যুত হওয়া হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয়েছে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরো বিপন্ন করে তুলেছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল-কিদরা সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাকে বলেছেন, 'ইসরায়েল গত কয়েক ঘণ্টায় বেশ কয়েকটি হাসপাতালে একযোগে হামলা চালিয়েছে।'

কিদরা বলেন, ইসরায়েল গাজা শহরের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

এতে সেখানে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, তবে বিস্তারিত কিছু তিনি জানাননি। ইসরায়েল বলেছে, আল শিফার নিচে হামাসের লুকানো কমান্ড সেন্টার এবং টানেল রয়েছে।

গাজার ইন্দোনেশিয়ান হাসপাতাল কাছাকাছি রকেট হামলার হয়েছে। ফলে হাসপাতালটি কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, শুক্রবারের মধ্যে হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কারণ, জ্বালানি প্রায় শেষের দিকে।

খবর প্রচারে পক্ষপাত, নিউ ইয়র্ক টাইমসের কার্যালয়ে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের নজিরবিহীন আগ্রাসনের খবর প্রচারে পক্ষপাতমূলক আচরণ করার অভিযোগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমসের কার্যালয়ে বিক্ষোভ করেছে শত শত সংবাদকর্মীরা।

তাদের দাবি, গাজায় যুদ্ধ পরিস্থিতির সঠিক খবর প্রকাশ না করে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে সংবাদমাধ্যমটি। এর প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে সংবাদমাধ্যমের প্রধান কার্যালয়ের সামনে ও লবিতে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ করেন তারা।

এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানায়, 'রাইটার্স ব্লক' নামের একটি সংগঠন এ বিক্ষোভের আয়োজন করে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৯ নভেম্বর) বিকেল ৫টায় সংগঠনটির কয়েকশ' কর্মী ম্যানহাটনে নিউ ইয়র্ক টাইমসের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে ঘণ্টাখানেক বিক্ষোভ করেন। পরে প্রতিষ্ঠানটির লবিতে ঢুকেও স্লোগান দেন অনেকে। এ সংগঠনের কর্মীরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে বিক্ষোভকারীদের বানানো নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি ব্যঙ্গ করা কপি হাতে আন্দোলন করতে দেখা গেছে। ওই কপির শিরোনাম ছিল 'দ্য নিউ ইয়র্ক ওয়ার ক্রাইমস'। এতে গাজায় নিহত হাজারও মানুষের নাম লেখা ছিল। পরে নিহতদের নাম পড়ে শোনান বিক্ষোভকারীরা। যাদের মধ্যে ৩৬ জন সাংবাদিকও ছিল। এ তালিকায় প্রথমেই ছিল শিশুদের নাম।

বিক্ষোভের সময় ম্যানহাটনের রাস্তায় সাময়িক যানজট দেখা গেলেও এতে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটার খবর পাওয়া যায়নি।

বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চলা নিপীড়ন ও গণহত্যার প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে সিরিজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। এতে ইসরায়েলের ১ হাজার ৪০৫ জন নিহত হয়। ওই দিন থেকে হাজায় নির্বিচার পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলি হামলা থেকে বিদ্যালয়, হাসপাতাল কিংবা শরণার্থীশিবির–কোনকিছুই বাদ যায়নি। এতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১১ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। যাদের প্রায় অর্ধেকই শিশু। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন প্রায় ১৫ লাখ মানুষ।

চিকুনগুনিয়ার প্রথম টিকাকে অনুমোদন দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: মশাবাহিত রোগ চিকুনগুনিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে 'ইক্সচিক' নামে একটি টিকার অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম নিয়ন্ত্রক সংস্থা খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) এই টিকাটির অনুমোদন দিয়েছে। খবর এএফপি।

জানা গেছে, ইউরোপভিত্তিক ওষুধ ও টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানি ভালনেভা প্রস্তুতকৃত ইক্সচিক এক ডোজের টিকা। চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের একটি দুর্বল ও বিশেষ সংস্করণ এই টিকার মূল উপাদান। তিন পর্যায়ের মেডিকেল ট্রায়ালে এই টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষা করেছে ভালনেভা। সেসব ট্রায়ালে অংশ নিয়েছেন অন্তত ৩ হাজার ৫০০ স্বেচ্ছাসেবী।

এফডিএর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও মুখপাত্র পিটার মার্কস এক বিবৃতিতে বলেন, 'শারীরিকভাবে দুর্বল ও বয়স্ক লোকজনদের বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গের জন্য দায়ী চিকুনগুনিয়া। প্রতি বছরই বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ এই রোগটিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এই রোগের প্রথম টিকার অনুমোদন আজ (বৃহস্পতিবার) দেওয়া হলো। এটি চিকুনগুনিয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।'

ডেঙ্গুর মতো চিকুনগুনিয়াও একটি ভাইরাসজনিত রোগ এবং এটি মূলত টোগা ভাইরাস গোত্রের সদস্য। এই রোগের একমাত্র বাহক এডিস মশা। মশাবাহীত হওয়ায় এই ভাইরাসটিকে আরবোভাইরাসও বলা হয়।

ডেঙ্গুর মতো প্রাণঘাতী না হলেও চিকনগুনিয়া ব্যাপক শারীরিক যন্ত্রণা দিতে সক্ষম। আক্রান্ত রোগীরা রোগ সেরে যাওয়ার পরেও কয়েক মাস কিংবা অনেকক্ষেত্রে কয়েক বছর পর্যন্ত অস্থিসন্ধি বা গিঁটে তীব্র ব্যথা বোধ করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ঘোষণা করতে বলিভিয়া সরকারকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বর্বর গণহত্যা চালানোর দায়ে ইসরায়েলকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ঘোষণার জন্য বলিভিয়া সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসিতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

মোরালেস বলেন, "বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০০৯ সালে আমি গাজায় ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে তেল আবিবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম। কিন্তু ২০১৯ সালে জেনিন আনেজ আবার সম্পর্ক পুনর্বহাল করেন। সৌভাগ্যের কথা, বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুইস আর্স সেই সম্পর্ক আবার ছিন্ন করেছেন। আমি বর্তমান প্রশাসনকে আহ্বান জানাবো তারা যেন ইসরায়েলকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ঘোষণা এবং গাজায় গণহত্যা চালানোর জন্য আইসিসিতে মামলা দায়ের করে।"

ইরানের স্প্যানিশ ভাষার টেলিভিশন চ্যানেল হিস্পান টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন ইভো মোরালেস।

সাক্ষাৎকারে বলিভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, ইসরায়েল ভয়ঙ্কর অপরাধযজ্ঞ চালাচ্ছে যা নিয়ে কোনো ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে না।

ইভো মোরালেস সুস্পষ্ট করে বলেন, "ইসরায়েল যে হস্তক্ষেপকামী শত্রুতামূলক সম্প্রসারণ এবং গণহত্যার নীতি অনুসরণ করছে তাতে অবশ্যই তাকে আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। ইসরায়েল গাজার হাসপাতালে হামলা চালাচ্ছে এবং কয়েক দিনের হামলায় হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ মারা গেছে। ইসরায়েল গাজায় যা করছে তা যুদ্ধাপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৯ মি.

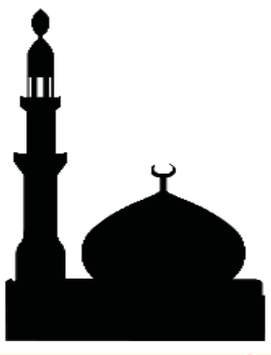

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৪	৫.৪৭
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৮	
মাগরিব	৪.৫৯	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

ডব্লিউএইচও: গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতালে বোমাবর্ষণ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল ও লাইফ সাপোর্টে শিশু থাকা অপর একটি হাসপাতালে শুক্রবার (১০ নভেম্বর) বোমাবর্ষণ হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ডব্লিউএইচও বলেছে, এত দিন পর্যন্ত গাজার বিশটি হাসপাতাল বোমাবর্ষণের বাইরে ছিল।

ডব্লিএইচও-এর মুখপাত্র মার্গারেট হ্যারিস বলেন, "আমি আল শিফা সম্পর্কে বিশদ পাইনি। তবে আমরা জানি তারা বোমা হামলার শিকার হচ্ছে।"

তিনি বলেন, "উত্তর গাজার একমাত্র শিশু চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী হাসপাতাল রান্টিসি হাসপাতালেও 'উল্লেখযোগ্য বোমা হামলা' হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "শিফা হাসপাতাল এলাকায় তীব্র সহিংসতা হয়েছে। তবে এই সহিংসতার জন্য তিনি কোনো পক্ষকে দায়ী করেননি।" মুখপাত্র মার্গারেট হ্যারিস বলেন, "রান্টিসি হাসপাতালে শিশুরা লাইফ সাপোর্টে রয়েছে এবং ডায়ালাইসিস গ্রহণ করছে। তাদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া অসম্ভব হবে।" এই বিষয়ে জাতিসংঘের মানবিক দপ্তরের মুখপাত্র জেনস লারকে বলেন, "মিসর থেকে রাফাহ ক্রসিং দিয়ে গাজায় ত্রাণ প্রবেশে কিছু সমস্যা রয়েছে। এটি পথচারীদের কথা বিবেচনা করে তৈরি হয়েছিল, ট্রাক চলাচলের জন্য নয়।"

কানাডায় দুই ইহুদি স্কুলে 'হামলা'

আপনজন ডেস্ক: কনাডার মন্ট্রিয়লে দুই ইহুদি স্কুলে গতকাল বৃহস্পতিবার গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। খবর ডয়চে ভেলে।

তবে স্কুলে গুলি চালানোর ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে দেশটির পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। ট্রুডো বলেছেন, 'সংঘর্ষ, ঘৃণা, ইহুদিবিদ্বেষ, ইসলামফোবিয়া এবং কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ইহুদি স্কুলে গুলির ঘটনা- সবকিছুই অগ্রহণযোগ্য।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান সংঘাতে হতাহতের ঘটনাকে "বর্ণবাদ ও গণহত্যা" আখ্যা দিয়ে ইসরায়েলের নেতাদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) মামলা করেছে তিনটি মানবাধিকার সংগঠন। বুধবার (৮ নভেম্বর) ফিলিস্তিনি সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস, আল হক ও আল মেজান নামে তিনটি সংগঠন এ মামলা করে। তিনটি সংগঠনের দাবি, গাজা উপত্যকার ঘনবসতিপূর্ণ বেসামরিক এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলা বন্ধের নির্দেশনা চাওয়া হয়। গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, ১০,৫০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যাদের প্রায় অর্ধেক শিশু। মামলায় গাজার ওপর শ্বাসরুদ্ধকর অবরোধ, বাসিন্দাদের জোর করে সরিয়ে দেওয়া, বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার, খাদ্য ও পানির মতো দ্রব্য আনতে বাধা দেওয়ার ঘটনাকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে দাবি করা হয়। মামলায় বলা হয়েছে, এই কাজগুলো যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, সেখানে গণহত্যাও চলছে। তিনটি সংগঠন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আদেশ চেয়েছে। ২০২১ সালে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করে আইসিসির অফিস অব প্রসিকিউটর (ওটিপি)।

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান স্পেনের মন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ফিলিস্তিনিদের 'গণহত্যার' প্রতিবাদে ইসরায়েলের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন স্পেনের মন্ত্রী ইয়ন বেলারা। বুধবার (০৯ নভেম্বর) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বানও জানান তিনি।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

বুধবার আল-জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সামাজিক অধিকারবিষয়ক মন্ত্রী ইয়ন বেলারা বলেন, ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের এই পরিকল্পিত গণহত্যা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। আমরা অন্যান্য সংঘাতে মানবাধিকারের কথা ঠিকই বলি, কিন্তু গাজায় ইসরায়েলি ভয়ানক নৃশংসতার কথা কেন বলছি না? গাজায় হাজার হাজার শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। তাদের মায়েরা এসব হত্যার দৃশ্য দেখে চিৎকার করছেন।

ইয়ন বেলারা ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বনেতাদের দ্বিমুখী নীতির নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, বিশ্বনেতারা ইউক্রেনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা জানালেও, গাজায় ইসরায়েলি বোমা হামলার বিষয়ে নীরবতা পালন করছেন। ইয়ন বেলারা আরও বলেন, অনেকেই গাজার জন্য কাজ করতে পারতেন। কিন্তু তারা কিছুই করছেন না। তারা নীরব রয়েছেন। এর মধ্যে অনেক সংগঠনও রয়েছে। তাদের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি। এই সংস্থাটি ফিলিস্তিনিদের জন্য অনেক কিছু করতে পারতো।

প্রথম নজর

নেতাজির সঙ্গে অভিষেকের তুলনা তৃণমূল নেতা শংকরের

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: অভিষেক ব্যানার্জিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তুলনা করলেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত। বৃহস্পতিবার গোবরডাঙ্গা রাজমহল পেক্ষাগৃহে গোবরডাঙ্গা টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এমনটা মন্তব্য করেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে তৎকালীন স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বাংলার বীর সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা উল্লেখ করে বর্তমানে কেন্দ্রের স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই, আন্দোলনের কথা তুলে ধরলেন গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান ও তৃণমূল নেতা শংকর দত্ত। তিনি বলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পর আমরা অভিষেক ব্যানার্জিকে সেই আঙ্গিকে দেখছি।' পাশাপাশি এ দিন সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বিজেপিকে নিশানা করে কড়া সমালোচনা করেন শংকর। অন্যদিকে গোবরডাঙ্গা পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত ।

বাসের ধাক্কায় জখম ২৫ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ১০ চাকার লরির পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় গুরুতর যখম হলেন ২৫ থেকে ২৬ জন বাস যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার নদিয়ার হরিণঘাটা থানার বিরহী এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই দিন নদীয়ার করিমপুর থেকে কলকাতা গামী একটি যাত্রী বোঝাই বাস দ্রুত গতিতে ছুটে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিরহী এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ১০ চাকার লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাস ও লরির ধাক্কায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যাত্রীবাহী বাস সহ লরিটি। পাশাপাশি বাসে থাকা ২৫ থেকে ২৬ জন বাস যাত্রী গুরুতর জখম হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় হরিণঘাটা থানার পুলিশ।

নন্দীগ্রামে শহিদ দিবসে শুভেন্দুকে গ্রেফতার করার দাবি কুনালের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর জমি আন্দোলন ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল নন্দীগ্রাম আন্দোলনকারী ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে তত্কালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের বিরুদ্ধে।গুলিতে মৃত্যু হয় অনেকের।তারপর থেকে প্রতি বছর ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে পালিত হয় নন্দীগ্রাম দিবস।বাম জমানার নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ১৬ বছর পার,অনেক পরিবর্তন,রক্তক্ষয়ী অভিযানে প্রাণ হারিয়েছিলেন জমি আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা। এখনও নিখোঁজ অনেকেই। ১০নভেম্বর আজকের দিনে নন্দীগ্রাম গোকুলনগরের করপল্লীতে শহীদ স্মরণের আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস। এই শহীদ দিবস উদযাপনে এসে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন।তিনি বলেন ২০২৪ সালে বিজেপি সরকার পরিবর্তনের পর ইডি-সিবিআই-র হাতেই গ্রেফতার হবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।শুক্রবার নন্দীগ্রাম শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে এইভাবে শুভেন্দুকে একহাত নিলেন কুণাল ঘোষ,তিনি সাফ জানান বিজেপি সরকার পড়ে গেলে শুভেন্দুকেই গ্রেফতার হতে হবে।কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণের করছে বিজেপি তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন কুণাল।আর সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই তিনি স্পষ্ট জানান, "চোরের মায়ের বড় গলা। ২০২৪ সালে সরকার বদল হলে ইডির হাতেই গ্রেফতার হবেন শুভেন্দু।লিখে রেখে দিন।সাধারণ মানুষও বুঝছেন রাজনৈতিক চক্রান্ত করে কী ভাবে তৃণমূলের একের পর এক নেতাকে জেলে ঢোকানো হচ্ছে।মানুষ ভোটের বাক্সে জবাব দেবে। ২৪ সালে বুঝবে কত ধানে কত চাল, বাইরে থেকে বাসে করে লোক এনে সভা করেছে শুভেন্দু। তবে নন্দীগ্রামের মানুষের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে, আর সেই কারণেই সকাল সকাল শুধুমাত্র লোক দেখানোর রাজনীতি করতেই বিজেপির এমন পরিকল্পনা। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিধায়ক উত্তম বারিক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য সেক সামসুল ইসলাম,পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক সাংগঠনিক বিভাগের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেক আজগর আলী সহ অনেকেই।

রাস্তা পরিষ্কারে বেলচা হাতে থানার ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের লোকপুর থানা পুলিশের উদ্যোগে পথ দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। সমাজের সকলস্তরের মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। সমাজের মানুষেরা নানানভাবে সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকেন।একটা কথা আছে "আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শেখাও"- নিজে না আচরিলে অপরে শেখানো যায় না। উক্ত প্রবাদ বাক্যটির যে মূল্য রয়েছে তা করে দেখালেন লোকপুর থানার পুলিশ।এদিন শুক্রবার বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে লোকপুর থানার ব্যবস্থাপনায় লোকপুর থেকে খয়রাশোল পাকা রাস্তায় স্থানীয় থানার সন্নিকটে রাস্তার উপর বালি জমে থাকায় মোটরসাইকেল বা অন্যান্য দুচাকার গাড়ির দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছিল। যদিও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে দিনের দিন সেই জায়গাটি বিপদের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলছিল।দূর্ঘটনা প্রবন জায়গাটি লোকপুর থানার ও সি সিদ্ধার্থ শঙ্কর মন্ডলের নজরে আসতেই শুক্রবার স্থানীয় থানার পুলিশ সহ সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে পাকা রাস্তার উপর জমে থাকা বালি ময়লা পরিস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেইমতো থানার পুলিশ কর্মীরাও বেলচা হাতে বালি পরিস্কার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন।লোকপুর থানা পুলিশের এহেন কর্মকাণ্ডে পথচলতি মানুষ সাধুবাদ জানান। সকলেই প্রশংসা করেন।

সরকারি বিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে নয়ানজুলি ভরাট

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: সরকারি বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে ধূপগুড়িতে ফের দিনে দুপুরে চলছে নয়ানজুলি ভরাট। বেনিয়ম টাই যেন অলিখিত ভাবে নিয়মে পরিনত হয়েছে ধূপগুড়ি তে। যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার কড়া হুশিয়ারি দিয়েছেন যে কোনোভাবেই জলাশয় ভরাট করা যাবেনা।যদি কোথাও বেআইনিভাবে জলাভূমি ভরাট হয় সেক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ নিবে পুলিশ প্রশাসন এবং পৌরসভা, সেচ দপ্তর এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর । সেখানে কোন আলৌকিক শক্তির সাহায্যে ধূপগুড়িতে বারংবার নয়ানজুলী ভরাট হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা ।প্রকাশ্য দিবালোকে নয়ানজুলি ভরাট হলেও নীরব পুলিশ প্রশাসন এবং পৌর কর্তৃপক্ষ। ধূপগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দুই নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এমনই বেনিয়মের ঘটনা ঘটছে ।প্রকাশ্য দিবালোকে জেসিবি মেশিন ব্যবহার করে ভরাট করা হচ্ছে নয়ানজুলি। ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শুক্রবার প্রকাশ্য দিবালোকে শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দুই নম্বর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় জেসিবি মেশিনের সাহায্যে চলছে নয়ানজুলী ভরাট। এদিকে ধূপগুড়ি পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য নাকি জানেই না ধূপগুড়ির কোথায় নয়ানজুলী ভরাট হচ্ছে, এমনকি পূর বোর্ডেও নাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এবিষয়ে।

অবৈজ্ঞানিক ভাবে জলাশয় ভরাট করলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশংকা করছেন পরিবেশ কর্মীরা এমনকি এরফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বাস্তুতন্ত্র। যার খেসারত দিতে হবে পরবর্তী প্রজন্মকে। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলর ননী গোপাল সরকার বলেন, আমাদের ওয়ার্ডে এমনিতেই বন্যা প্রবণতা বেশি। সামন্য বৃষ্টি এলেই জলে ডুবে যায়।তার মধ্যে জলাশয় ভরাট চলছে দিনে দুপুরে। প্রশাসন যদি ব্যবস্থা নিয়ে কাজ বন্ধ না করে, তাহলে আমরা ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

ধূপগুড়ি পুরসভার এক্সকিউটিভ অফিসার দীপক কর বলেন, নয়ানজুলী ভরাট করা যায়না। এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তিনি আশ্বাস দেন বিষয়টা ক্ষতিয়ে দেখার জানেন না এবং পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্যদের সাথে কথা বলার। পূর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অরূপ দে বলেন, পুরসভায় নয়ান জুলী ভরাটের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।কে বা কারা ভরাট করছে পেছনে কারা রয়েছে ক্ষতিয়ে দেখে ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে। নয়ান জুলি ভরাট না করে ফুট ব্রিজ করা যেত। যেটা হচ্ছে তা বেআইনি।

স্থানীয় বাসিন্দা বিমল রায় বলেন, পুলিশ প্রশাসনের চোখের সামনে জল থাকা জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। নেতারা এর পেছনে যুক্ত না থাকলে এটা করতে পারতো না। স্থানীয় ব্যবসায়ী দেবব্রত দাস বলেন, যে ভাবে নয়ানজুলী ভরাট করা হচ্ছে এতে পরিবেশের ক্ষতি হবে। আমরা চাই অবিলম্বে ভরাট বন্ধ করা হোক।

পরিতোষ নামে ঠিকাদারের জেসিবি মেশিন চালক বলেন, আমাকে ময়নাগুড়ি থেকে আনা হয়েছে আমি কিছু জানি না। আমাকে রস্তার সমান ভরাট করতে বলেছে আমি তাই ভরাট করছি।

পদোন্নতি নিয়ে পিজি শিক্ষক সংগঠন ডেপুটেশন দিল পর্ষদ সভাপতিকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার অনার্স-পিজি টিচারদের সংগঠন "অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন" এর পক্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি - চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য কে শিক্ষকদের পদোন্নতি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হলো ও ক্যাস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়, উনি দাবিপত্র নিয়ে স্কুল শিক্ষা দপ্তর নির্ধারিত ৬ সদস্যের কমিটিতে পর্যালোচনা করবেন বলে জানান। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক চন্দন গরাই, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফ আলী, কোষাধ্যক্ষ জয়প্রকাশ দাস ও রাজ্য কমিটির সদস্য অভিজিৎ নন্দী এই রাজ্য কমিটির চারজন । আলোচনায় স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কয়েকটি পদোন্নতি সংক্রান্ত মানদণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন কাউন্সিল সভাপতি।

রাজ্য সরকারের বর্তমান ক্যাস বিষয়ক নির্দেশিকা রাজ্র শিক্ষা নীতি -২০২৩ অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী ও সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কলেজ, ইউর্নিভার্সিটি, পৌরসভার কর্মচারী যারা ৮ বছর, ১৫ বছর এবং ২৪ বছর চাকরি সম্পন্ন করার পর একটি করে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট সহ পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে উন্নীত হন। এটাকেই বলা হয় ক্যাস। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্যাস বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ২০২০ সালে প্রথম মামলা করা হয়। যার উদ্দে<যে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও মাদ্রাসাগুলির অনার্স ও পিজি পোস্টের শিক্ষকরা যাতে চাকরি জীবনে তাদের পরিবর্তিত বেতন পান।

ঈদগাহের পাশেই সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে সমুজ্জ্বল ছোট্ট কালী মন্দির

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: একশো শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম। পাঁচ হাজার বাসিন্দার বসবাস গ্রামের মধ্যেই রয়েছে সুবিশাল ঈদগাহ। সেই ঈদগাহের পাশেই এক্কেবারে দেওয়াল ঘেঁষা অবস্থায় রয়েছে ছোট্ট একটি কালী মন্দির। মুসলিম এলাকায় অবস্থিত এই কালী মন্দিরের সম্প্রীতির দেওয়াল ঘেঁষে দুশো বছর ধরে হচ্ছে কালী পুজো। প্রতি বছরের মতো এবারও সেখানে পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার পরিবেশেও যেন দীপাবলির উৎসবে সম্প্রতির আবহে ভাসছে মুর্শিদাবাদের সুতি-২ ব্লকের অরঙ্গাবাদ-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেন্দ্রপুর গ্রাম। পুজো উপলক্ষে গ্রামে একদিনের জন্য বসে সুবিশাল মেলা। সম্প্রীতির এই উৎসব তথা মেলাতে শামিল হন হিন্দু মুসলিম সব ধর্মের প্রতিনিধিরা। এলাকার একমাত্র ঈদগাহের পাশেই কালীর মন্দির যেন গোটা বাংলাকে সম্প্রদায়িক সম্প্রতির সুরেই বেঁধে দিয়েছে সুতির অরঙ্গাবাদ এলাকার মহেন্দ্রপুর গ্রাম।

জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের অন্যতম বিড়ি শ্রমিক রাজমিস্ত্রি অধ্যুষিত গ্রাম সুতের মহেন্দ্রপুর। শিক্ষাদীক্ষায়ও পিছিয়ে রয়েছে এই গ্রাম। মোট পাঁচ হাজার বাসিন্দার বাস গ্রামটি সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করেন মুসলিমরা। পাশের গ্রাম কয়ডাঙ্গা, হাপানিয়া, জগতাই, বাজিতপুর, অরঙ্গাবাদ বাজারের হিন্দু ধর্মের মানুষরা বসবাস করলেও মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে থাকা মন্দিরেই প্রতিবছরে কালী পুজো উদযাপন করেন তারা। এলাকার সবথেকে বড় ঈদগাহ তথা মহেন্দ্রপুর ঈদগাহ ময়দানের পাশেই দেওয়াল ঘেঁষা অবস্থায় সুদীর্ঘ কাল থেকেই রয়েছে একটি কালী মন্দির। এলাকায় কোনো হিন্দুর বসবাস না হলেও এই মন্দির এখনও বিদ্যমান।

প্রতি বছর কালী পূজার সময় আসলেই এখানে ঘটা করে পূজো পালিত হয়। এলাকার সবথেকে বড় কালীপুজোর মেলাও আবার এখানেই হয়। ঈদগাহের দেওয়াল ঘেঁষেই একদিনের জন্য চলে এই মেলা। মেলায় হিন্দু মুসলিম সকলেই উৎসবের মেজাজে অংশগ্রহণ করেন। হয় বলিও। ঠিক প্রতিবছরের মত এবছরও এখানে কালী পুজো এবং মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্যান্ডেল তৈরি থেকে পুজো মণ্ডপ তৈরি সবকিছুই শেষ লগ্নে। রবিবার রাতেই এই পুজো ও উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারারাত ধরে ধুমধামের সহিত চলে এই উৎসব। একশো শতাংশ মুসলিম এলাকায় কালীপুজো উৎসব নিয়ে এলাকার বাসিন্দা মইদুল ইসলাম অরফে (ন্যাশনাল) তিনি জানান, দেশের বর্তমান এই অসহিষ্ণুতার পরিবেশে যেভাবে মুসলিম এলাকায় কালীর পূজা হচ্ছে তা বাংলার জন্য এক সম্প্রতির অন্যান্য দৃষ্টান্ত। আমাদের এখানে ঈদগাহের পাশেই দীর্ঘদিন থেকে সম্প্রতির সহিত কালীপূজা হয়ে থাকে। এই এলাকায় যে যার ধর্ম স্বাধীন ভাবে পালন করার পাশাপাশি একে অপরের উৎসবে সামিল হয়ে আনন্দ বিনিময় করে থাকেন সকলে। অন্যদিকে এলাকার বাসিন্দা শেখর দাস, তরুণ দাসরা জানান, মহেন্দ্রপুরে এই মুসলিম এলাকায় আমরা মিলেমিশে সম্প্রতির আবহে দীর্ঘদিন ধরে পুজো করে থাকি। আমাদের পুজোতে মুসলিম ভাইয়েরাও সামিল হয়ে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করে থাকেন।

ধান বিক্রি নিয়ে আলোচনায় বিডিও

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার হবিবপুরে ধান চাষ ও ধান বিক্রয় সহ সারের দাম সহ বিভিন্ন স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় হবিবপুর ব্লকের আইহো এলাকায়। ফুল ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠান সূচনা হয়।

হবিবপুর ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় চাষ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ধান চাষ। এদিন হবিবপুর ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানির তরফে এই এই আলোচনা। এদিন এই আলোচনা সভায় ও এলাকার প্রায়১৫০ জন চাষী ও স্বয়ম্বার গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করা হয় যে রাসায়নিক সার কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে, পাশাপাশি কি কি সুযোগ সুবিধা পাবে চাষিরা সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিন

উপস্থিত ছিলেন, হবিবপুর ব্লকের বিডিও অংশুমান দত্ত, জয়েন্ট বিডিও রাকেশ গাইন, এডিএ অজয় রাম, বিদ্যুৎ দপ্তরের আইহো সাব সেন্টারে আধিকারিক গণেশ চন্দ্র চৌধুরী, হবিবপুর তৃণমূল কংগ্রেসের সহ হবিবপুর ফারমাস প্রসার কোম্পানির কর্মকর্তা, ম্যারেজিং ডিরেক্টর আনন্দ মূর্ধা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক।হবিবপুর ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানির উদ্যোগ এবং হবিবপুর ব্লক, বিদ্যুৎ দপ্তর, কৃষি বিভাগ সহযোগিতায় হবিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চাষ নিয়ে এই আলোচনা করা হয়।এ বিষয়ে ব্লকে ভিডিও অংশুমান দত্ত বলেন হবিবপুর ফারমার্স প্রডিউসার কোম্পানির একটি এনজিও ছিল আজ বড় জায়গায় পৌঁছেছে বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে আমরা তাদের পাশে আছি বিভিন্ন সহযোগিতা করবো।

আয়কর হানা শেষে বিজয়ায় বিধায়ক তন্ময়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আয়কর হানা শেষ হতেই তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন বিষ্ণুপুর বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। বিধায়ক তন্ময় ঘোষের হয়ে সূর চড়ালেন জেলা সভাপতি আলোক মুখার্জি । তার বক্তব্য ডর না করে বাপের বেটার মতন এই দেখুন আমাদের মধ্যে এসেছে তন্ময় ঘোষ ।শুভেন্দু অধিকারী কে উদ্দেশ্য করে বলেন , তুমি যতই লটর পটর করো বাপ বেটা সবাই কারি আছে । আজ সকালে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা তন্ময় বাবুকে বলেছেন তন্ময় বাবু সরি চাপে পড়ে আসতে হয়েছে ।

একই মঞ্চ থেকে তন্ময় ঘোষের বক্তব্য, আপনাদের কাছে বলছি লোকসভা নির্বাচনে সংঘবদ্ধ হন , এরা কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে হেনস্তা করার চেষ্টা করছে , আমাকেও কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে হেনস্তা করার চেষ্টা করা হয়। কোনরকম কোন দুর্নীতিতে যুক্ত থাকবো না আপনাদের কাছে আবারও সাফ জানিয়ে দিলাম।

খামেডডা স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন এসটিএস-এর

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলার রামপুরহাট ২ নং ব্লকের খামেডডা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিদর্শন করলেন এস টি এস (সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার)সুদীপ দাস জানান আমরা রুটিন ভিত্তিক প্রতিটা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিদর্শন করি স্বাস্থ্য দপ্তরের গ্রামীণ যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি রয়েছে যেগুলি এখন হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টারে পরিণত হয়েছে সেগুলিকে ন্যাশনাল টিম বিভিন্ন পারপাসে পরিদর্শন করেন।

রামপুরহাট ২ নাম্বার ব্লক স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে অনেকেই আছেন। সবার সাথে সার্বিক আলোচনা করে খামেডডা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিভাবে উন্নতি করা যায়। কোন কোন জিনিস কমতি আছে সে সমস্ত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ করে আলোচনা করে আমরা সেই বিষয়গুলি তুলে ধরতে চাই, এবং আগামী দিনে যাতে এলাকার মানুষ সঠিক পরিষেবা পাই তার চিন্তা ভাবনা নিয়ে আজকের এই আলোচনা ও পরিদর্শন ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাওড়ায় ভয়াবহ আগুন পাট কলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার ফোরশোর রোডের (১০৩/৭, ফোরশোর রোড) বিচালি ঘাট সংলগ্ন একটি জুট ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন। আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের বস্তা তৈরির কারখানা, প্লাস্টিকের ব্যাগ তৈরির কারখানা এবং পিচ কারখানায়। দমকল সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৬টা নাগাদ আগুন লাগে। এই মুহূর্তে ১০টি ইঞ্জিন সেখানে আগুন নেভানোর কাজ করছে। আগুন এখন প্রায় নিয়ন্ত্রণে। জুট কারখানার মালিকের দাবি, পাশের একটি কাপড় আয়রনের ঘর থেকেই জুট ফ্যাক্টরিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত, আগুন ছড়িয়ে পড়ে মোট চারটি কারখানায়। জলের সমস্যা থাকায় গঙ্গা থেকে জল তুলে আগুন নেভানোর কাজ করে দমকল। পাশেই রয়েছে পেট্রোল পাম্প। অতি তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা।

বঙ্গবাসীর স্বপ্ন পূরনে জনসংযোগ

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর বিধান সভার অন্তর্গত বকুল তলা থানার অধীনে সাহাজাদাপুর অঞ্চলের বাঘমরী ব্রিজে শুক্রবার সালে সকাল ৮ টার সময় সাহাজাদাপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যা লঘু সেলের উদ্যোগে, ১০০ দিনে কাজের টাকা দাবিতে,আবাস প্লাসঘর, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিবাদে জনসংযোগ যাত্র অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূলের পক্ষে জানানো হয় সায়ংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায় নির্দেশে এই সভা হয়।

উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু সেলের অঞ্চল সভাপতি ও জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মদক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা, জয়হিন্দ বাহিনী অঞ্চল সভাপতি সঞ্জয় বায়েন গোবিন্দ হালদার, সাহাজাদাপুর অঞ্চলের উপ-প্রধান পান্নালাল বৈদ্য, অঞ্চলের সদস্য মোরছেলিম মোল্লা, পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিনিধি আবদুল্লাহ সরদার, জয়নগর বিধান সভার তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াকু নেতা আয়নালী মোল্লা,সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বহু নেতৃত্ব।

তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী সাগরপাড়ায়

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত রাজ্য জুড়ে ১লা নভেম্বর থেকে পালিত হচ্ছে বিজয়া সম্মেলনি।তারই পরিপেক্ষিতে শুক্রবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের উত্তর জোন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল সাগরপাড়ার হাই স্কুলের পাশের একটি হলঘরে।

এদিনের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে দলীয় কর্মী সমর্থকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন বিজয়া সম্মিলনের মাধ্যমে একে এপরের সঙ্গে আলিঙ্গণ ও ভাব বিনিময় করার একটা মাধ্যম সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একিত্র হয় এদিন।একি ভাবে ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিষ্ণুপদ সরকার বলেন বিজয়া সম্মিলনের মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের একিত্র করে সংগঠনকে মজবুত করার হচ্ছে। এদিনের যে উৎসাহ কর্মীদের লক্ষ করা যায় আগামীতে আরও উৎসাহিত হবে দলীয় কর্মীরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গির বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক , জলঙ্গি উত্তর জোনের ব্লক সভাপতি বিষ্ণুপদ সরকার, দক্ষিণ জোনের কনভেনার মাসুম আলী আহাম্মেদ সহ একাধিক পঞ্চায়েত প্রধান ও ব্লকস্তরীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও তৃণমূল কংগ্রেসের শতাধিক কর্মীসমর্থক।

প্রথম নজর

পর্যটকের ভিড় বাড়ছে দৃষ্টিনন্দন আল মদিনা জামে মসজিদে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান জেলার বৃহত্তম মসজিদ আল মদিনা জামে মসজিদ সেহারাবাজার। যে মসজিদে পাঁচ হাজার মানুষ একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারবে। অসাধারণ কারুকার্য করা এই মসজিদ দেখতে দেশ-বিদেশের মানুষ ছুটে আসছেন। পূর্ব বর্ধমানের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান আল-মদিনা জামে মসজিদ সেহারাবাজার। মুঘল যুগের স্থাপত্য ও কোরআনের আয়াত বেষ্টিত দেয়াল ,সু উচ্চ মিনার মসজিদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। সুদূর বাংলাদেশের বরিশাল নাজিরপুরের হোগাল বুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সালাউদ্দিন খান ও তার পুত্র সহিদ খান নিলয় পূর্ব বর্ধমানের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে সেহারাবাজার আল মদিনা জামে মসজিদে উপস্থিত হন ।এমনকি এই মসজিদের জুম্মার নামাজ আদায় করেন। আসামের তিনসুকিয়ার বাসিন্দা আবু সিদ্দিক মসজিদের টানে ছুটে এসেছেন। বর্তমানে এই মসজিদ আরও সেজে উঠছে ।কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যের অন্যতম বড় তব্লিগী ইজতেমা হতে চলেছে এই এলাকায়। এই মসজিদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তথা রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন বর্তমানে ওমরা করতে সুদূর মক্কা মদিনাতে আছেন। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং হাজী শফিকুল ইসলামের সহযোগিতায় রাজ্যের অন্যতম সেরা মসজিদ এই আল মদিনা জামে মসজিদ। বাংলাদেশের বরিশালের নাজিরপুরের হোগাল বুনিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সালাউদ্দিন খান বলেন এই মসজিদ দেখে এবং এই মসজিদের নামাজ পড়ে মন ভরে গেল ।ভাবতেও পারিনি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমানের এত সুন্দর একটি মসজিদ আছে। আমি এখানে না এলে এদের আতিথিয়তা এবং এত সুন্দর পরিবেশ জানতেই পারতাম না।

ফিলিস্তিনে গণহত্যার বিরুদ্ধে সরব বামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: ইসরায়েলি হানায় ফিলিস্তিনে চলা গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে সেইসঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ইজরাইলের আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সিপিআই(এম) সহ বামপন্থী দলগুলির আহ্বানে গন অবস্থান ও সভা হল শুক্রবার। এদিন নিমতৌড়ি মোড়ে বেলা ২ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত অবস্থান সভা চলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিআই(এম) নেতা হিমাংশু দাস। বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি, সত্যরঞ্জন দাস, কাঞ্চন মুখার্জি, সিপিআই এর গৌতম পন্ডা, নির্মল বেরা, আরএসপি'র সুবল সামন্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)'র জেলা সম্পাদকমন্ডলীর নেতৃবৃন্দ। এদিনের অবস্থান সভা থেকে নেতৃবৃন্দ বলেন "যেভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইজরায়েল যৌথভাবে প্যালেস্টাইনের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানাচ্ছে বামপন্থীরা। কিন্তু এদেশের বিজেপি সরকার ইজরায়েল এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নিয়ে এই গণহত্যাকে সমর্থন করছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যারা মিত্র আমাদের দেশের এই বিজেপির সরকার তাকে রাজনৈতিকভাবে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে।"

দক্ষিণ দিনাজপুরে এলেন নতুন ডিআই

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) হিসেবে কর্মস্থলে যোগ দিলেন নিতাই চন্দ্র দাস। সদ্য প্রাক্তন হওয়া জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃন্ময় ঘোষ এর জায়গায় স্থলাভিষেক হল তাঁর। নিজের দপ্তরে এদিন তিনি প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃন্ময় ঘোষের কাছ থেকে তাঁর দায়িত্বভার বুঝে নেন। এদিন তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শিক্ষা আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বিমল কৃষ্ণ গায়েন, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক পিনাকী সাহা, জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর দপ্তরে থাকা অন্যান্য বিদ্যালয় পরিদর্শক ও কর্মীরা। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর হাতে ফুলের তোরা তুলে দিয়ে তাঁকে

অভিনন্দন জানিয়েছেন সকলে। উল্লেখ্য, সদ্য যোগদান করা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নিতাই চন্দ্র দাস এর আগে আলিপুরদুয়ার জেলার অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক(মাধ্যমিক) মৃন্ময় ঘোষ বদলি হয়ে যাচ্ছেন হুগলি জেলায়। ২০১৯ সালের শেষ ভাগে তিনি এই জেলায় বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। জানা গিয়েছে, গত ৩০ অক্টোবর বদলি নির্দেশিকা জারি হয়।

বাস্তুভিটে পাট্টা করে নিল ছেলে ও নাতি, থানার দ্বারস্থ বৃদ্ধ দম্পতি

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখেন না ছেলে এবং নাতি।ভিক্ষাবৃত্তি করে খেতে হয় বৃদ্ধ দম্পতিকে।শেষে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের মাথার ছাদ টুকুও কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ ছেলে এবং নাতির বিরুদ্ধে।জানা গিয়েছে,খাস জমিতে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে বসবাস করে আসছে ভূমিহীন ওই বৃদ্ধ দম্পতি।চলতি বছরে দুয়ারে সরকারে আবেদন করেছিল পাট্টার জন্য।কিন্তু সেখানেও অভিযোগ স্থানীয় শাসকদলের এক নেতাকে ব্যবহার করে টাকার বিনিময়ে পাট্টা করে নিয়েছে তার ছেলে।তাই সেই জমি থেকে এবার বৃদ্ধ বাবা-মাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে ছেলে এবং নাতি।অসহায় বৃদ্ধ দম্পতি থাকছে জরাজীর্ণ কাঁচা ঘরের বারান্দায়।নাতি সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজ করে।সেই প্রভাব ব্যবহার করে ঠাকুরদাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছে বলেও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে এসেছে।ছেলে এবং নাতির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বৃদ্ধ দম্পতি।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আলিনগর গ্রামের ঘটনা।ওই গ্রামের বাসিন্দা ৭৫ বছর বয়সী রফিজুদ্দিন।দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে গ্রামেরই একটি খাস জমিতে বসবাস করেন।তার সাথে থাকে তার বৃদ্ধা স্ত্রী।রফিজুদ্দিনের ছেলে সফিকও ওই গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে থাকেন।তারা নিজস্ব জমি এবং বাড়ি রয়েছে।সফিকের ছেলে সলিমুদ্দিন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার। বৃদ্ধ বাবা মাকে দেখে না সফিক। রফিজউদ্দিন এবং উনার স্ত্রী ভিক্ষাবৃত্তি করেই আধপেটা খেয়ে দিনযাপন করেন।৬ শতক খাস জমিতে যেখানে বসবাস করেন সেখানে রয়েছে তাদের জরাজীর্ণ বাড়ি।সেই বাড়িও ভগ্নপ্রায়।রাজ্য সরকার ভূমিহীনদের পাট্টা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলে বসবাসের ৬ শতক জমির জন্য পাট্টার আবেদন করেন রফিজুদ্দিন।কিন্তু বৃদ্ধ বাবার সেই জমিতে নজর পড়ে যায় ছেলে সফিকের।সফিক তৃণমূল কর্মী সমর্থক।অভিযোগ,সেই প্রভাব ব্যবহার করেই টাকার বিনিময়ে ওই জমির পাট্টা পেয়ে যান ছেলে সফিক।বৃদ্ধ বাবা রফিজুদ্দিন জানান,ছয় শতক ঘাস জমির মধ্যে দুই শতক তার ছেলে ও দুই শতক তার প্রথম পক্ষের বিবাহিত মেয়ে গোপনভাবে পাট্টা করে নিয়েছে। বর্তমানে বৃদ্ধ দম্পতি একটি জরাজীর্ণ কাঁচা ঘরে বসবাস করছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বসবাসের জন্য সেই বাড়ি ঠিক করার চেষ্টা করলে ছেলে সফিক এবং পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার নাতি সলিমুদ্দিন বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ।এমনকি সিভিক ভলেন্টিয়ার নাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ সে সিভিকের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।পুলিশকে দিয়ে জমি থেকে উচ্ছেদ করার হুমকি দিচ্ছে বৃদ্ধ ঠাকুর দাদাকে।এমনকি বৃদ্ধ দম্পতি খাওয়ার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করলে সেখানেও বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।তাই বাধ্য হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বৃদ্ধ দম্পতি।যদিও ছেলে সাফিক এবং নাতি সালিমুদ্দিন সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। ছেলের দাবি তার সৎ মায়ের জন্য সমস্যা হয় বাবাকে নিয়ে।সে তার বাবাকে দেখতে চায়।আর ওই জমি তার বাবা অন্য কাউকে দিয়ে দিচ্ছিল বলে সে বাধা দিয়েছে।অন্যদিকে সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ হতেই ক্ষুব্ধ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি।

মগরাহাটে বিজয়া সম্মিলনীতে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকে অনুষ্ঠিত হয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আর এই বিজয়ী সম্মিলনী অনুষ্ঠানে জনজোয়ারে ভাসলো নেতাকর্মী সহ সাধারণ জনগন। উপচে পড়া ভিড় প্রায় দশ হাজারের অধিক কর্মীদেরকে নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন সহ-সভাপতি সেলিম লস্কর, যুব সভাপতি বাচ্চু শেখ, জেলা ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল, দু'নম্বর ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান সদস্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, নির্বাচনের আগে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্তা ও ১০০দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার তার ফলাফল লোকসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ জবাব দেবে তার পাশাপাশি মগরাহাটের এই জনজোয়ার দেখে তিনি গর্বিত বোধ করেন এবং একাধিক জায়গা তুলনায় মগরাহাটের তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের তিনি সাধুবাদ জানান। পরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিধায়ক নমিতা সাহা।

পৌর কর্মীকে মারধর করায় বিক্ষোভ টাকীতে

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: টাকী পৌর কর্মীকে মারধর ও হুমকির প্রতিবাদে টাকি পৌরকর্মীরা আজ কর্মবিরোতি রেখে বিক্ষোভ দেখালো পৌরসভার সামনে। কুকুর মারা গেলে তার সৎকার করা কে কেন্দ্র করে পৌর কর্মীকে মারধর এবং হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে আজ টাকি পৌরসভার সমস্ত পৌরকর্মীরা কর্ম বিরোতি রেখে বিক্ষোভ দেখায় । এ ঘটনায় পৌর কর্মী অরূপ মন্ডলের দাবী রাস্তায় কুকুর পড়ে মরেছিল তার সৎকার করায় পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের দাদা মহসিন গাজী তাকে মারধর করে ও বিভিন্নভাবে হুমকি দেয় । এই ঘটনা চেয়ারম্যান কে জানানো সত্বেও কোন কাজ হয়নি। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আজ টাকি পৌরসভার কর্মীরা কর্মবিরতি রেখে বিক্ষোভ দেখায়। প্রায় ঘন্টাখানেকের বেশি সময় ধরে চলে এই বিক্ষোভ । এ ঘটনায় চেয়ারম্যানের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । টাকি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজী ফোনে আমাদেরকে জানান অন্যায় করলে দোষী সাজা পাবে সে যেই হোক।

চলন্ত বাস থেকে পড়ে মৃত্যু

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: চলন্ত বাস থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল ১ বাস কর্মীর। ঘটনাটি ঘটেছে হাঁসখালিতে।স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে কৃষ্ণনগর থেকে রানাঘাটগামী একটি বেসরকারি বাসের গেটে দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলা নামানোর কাজ করছিলেন বাসকর্মী ইরাদ আলী দফাদার (২৮)।বাসটি চলন্ত অবস্থায় হাঁসখালি থানার ১২ মাইল সংলগ্ন এলাকায় বাসটি দিক পরিবর্তনের সময় ডান দিক থেকে বাঁদিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে রাস্তার পাশে বাঁশ ঝাড়ের বাঁশে ধাক্কা খেয়ে চলন্তবাস থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যায় ইরাদ আলী। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে বগুলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মৃত বলে জানায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। মৃত ওই বাস কর্মী কৃষ্ণনগরের নতুন বাজার এলাকায় বসবাস করতেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িকভাবে চাঞ্চলের সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে।

গোবিন্দপুরে বিজয়া সম্মিলনী

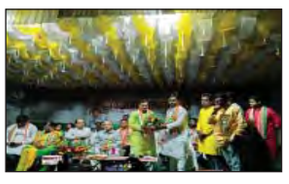

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান দুই ব্লকের হাট গোবিন্দপুরে শুক্রবার বর্ধমান ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ,পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাগবুল ইসলাম, বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক, সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, রাসবিহারী হালদার, রাখী কোনার, দেবদীপ রায়, পরমেশ্বর কোনার, সনৎ মন্ডল, সুচরিতা মণ্ডল, শিখা সেনগুপ্ত , সৌভিক পান,সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শরিফুল মণ্ডল, এস সি এস টি সেলের সভাপতি পরেশ কাহার, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি কামরুল হাসান, ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়দেব ব্যানার্জী প্রমুখ।

মার্কিন বিদেশ সচিব ও প্রতিরক্ষা সচিব ভারতে আসায় বিক্ষোভ কলকাতায়

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: মধ্যপ্রাচ্যে গণহত্যার পরিস্থিতির মধ্যেই বৃহস্পতিবার ভারতে আসেন আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষা সচিব লোয়েড অস্টিন। তারই প্রতিবাদে সারা দেশে জুড়ে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেয় সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া যার আঁচ কলকাতার রাজপথেও দেখা গেলো। গতকাল কলকাতার পার্ক সার্কাস ৭ পয়েন্ট থেকে শিয়ালদা ঘুরে পার্ক সার্কাস ৪ পয়েন্ট পর্যন্ত দুপুর দুটো থেকে দীর্ঘ দুই ঘন্টা বিক্ষোভ মিছিল করে এসডিপিআই-এর কলকাতা জেলা কমিটি। মিছিলে পায়ে পা মেলান দলের রাজ্য সভাপতি তায়েদুল। এদিন কলকাতা শহরে ১০ কিলোমিটার পথ চলে ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের গণহত্যা ও আমেরিকার কূটনৈতিক কৌশল সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান জানায় সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া। আমেরিকাকে বিশ্বের বৃহত্তম সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যায়িত করেন দলের রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম। তিনি বলেন - গাজা শহরে কারেন্ট বন্ধ করে, জল বন্ধ করে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু, নারী ও হাসপাতালের উপর একচেটিয়া ভাবে যে হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল সেটা যুদ্ধ নয়, সেটা গণহত্যা এবং এই গণহত্যার পিছনের শক্তি হলো আমেরিকা। যে আমেরিকার হাত রঞ্জিত "ফিলিস্তিনি নিষ্পাপ শিশু, নারী ও বেসামরিক নাগরিকের রক্তে তাদেরকেই রেড কার্পেটের স্বাগত জানান ভারতের নীতি ও আদর্শের লঙ্ঘন। ভারত চিরদিন ফিলিস্তিনের পক্ষে ছিল আর আজ বিজেপি সরকার দখলদার বাহিনীকে সমর্থন করছে। নিরীহ ফিলিস্তিনিদের গণহত্যায় সহযোগিতাকারী আমেরিকার সাথে বৈঠকে বসছে। তার তীব্র নিন্দা জানাই।

উল্লেখ যে ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইলের গণহত্যা শুরু হয় তাতে মারা যায় হাজার হাজার নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ঘর ছাড়া হয় লক্ষ লক্ষ গাজাবাসী। ইসরাইল রাতের অন্ধকারে গাজায় হাসপাতালে হামলা করতেও দ্বিধা বোধ করছে না । এই গণহত্যায় পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে আমেরিকা ও তার মিত্ররা। সমর্থন করছে ভারতও। পরবর্তীতে ফিলিস্তিনে ভারত ত্রাণ পাঠালেও "যুদ্ধ বিরতি করে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব রাখা হলে পক্ষে বা বিপক্ষে কোনদিকেই যায় না ভারত। জাতিসংঘে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দেয় বিশ্বের ১২১টি দেশ, বিপক্ষে ভোট দেয় ১৪টি দেশ এবং ৪৪টি দেশ ভোট দানে বিরত থাকে।

ব্লক তৃণমূল সভাপতি আক্রান্ত কর্মীদের হাতে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে ব্লক তৃণমূল সভাপতি সহ জেলা পরিষদ সদস্য। শুক্রবার খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারীর নেতৃত্বে লোকপুর থানার বারাবন গ্রামে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভার ডাক দেন। সেখানেই কাঞ্চন বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আইনুস খানের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয় বলে কাঞ্চন অধিকারীর বক্তব্য।তিনি জানান কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে অঞ্চল ভিত্তিক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।সেই মোতাবেক এদিন রুপুষপুর অঞ্চলের বারাবন গ্রামে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।দুবছর ধরে ব্লক তৃণমূল সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এইসময় কালে এলাকায় খুনখারাপি রাহাজানি বন্ধ হয়েছে। সেই সমস্ত কার্যকলাপ চালানোর উদ্দেশ্যেই তাদের এই অভিপ্রায় বলে তৃণমূল ব্লক সভাপতির অভিযোগ।লোকপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী এবং জেলা পরিষদ সদস্য নবগোপাল বাউরী কে রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়।প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় বলে জানা যায়।এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অপর গোষ্ঠীর বক্তব্য যে, যারা কিছুদিন আগেই পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএম এবং বিজেপির হয়ে ভোট করল তাদের বাড়িতেই এবং তাদের নিয়ে মিটিং করছে ব্লক সভাপতি।অথচ এই অঞ্চল এলাকার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই নিজের সিদ্ধান্তে এই কর্মসূচি নিয়েছেন।

ভাগীরথীর বুকে...

সন্ধ্যার মুগ্ধতা, জিয়াগঞ্জ সদরঘাটে অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে ভাগীরথীর বুকে তরী। ছবি: সারিউল ইসলাম

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হোমিওপ্যাথি সংস্থা থেকে পুরস্কৃত ফারুক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ২০ জন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শতাধিক চিকিৎসক। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কবি, সাহিত্যিক ও পত্রিকার সম্পাদকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সংস্থার পক্ষ থেকে। কবি ও উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক ফারুক আহমেদকে এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদকে পুরস্কার তুলে দেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি সংস্থার সভাপতি চিকিৎসক ডাঃ প্রকাশ মল্লিক। ফারুক আহমেদ সমাজ উন্নয়ন ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কৃত হলেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি, এই কর্মকান্ডের যিনি কারিগর তিনি হলেন কিংবদন্তী হোমিও চিকিৎসক ডাঃ প্রকাশ মল্লিক।

জীবন্তীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রঙ্গীলা খাতুন ● জীবন্তি

আপনজন: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সারাদিন ব্যাপী মেতে উঠলেন জীবন্তি হল্টের মানুষ। কান্দি এবং বহরমপুর থানার অন্তর্গত ১২ টির বেশি গ্রামের কেন্দ্রস্থল জীবন্তি হল্ট। সেখানকার জীবন্তি হল্ট স্পোটিং ক্লাবের উদ্যোগে এবং শান্তি কমিটির পরিচালনায় শুক্রবার বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া অসহায় মানুষকে পরিষেবা দিতে গ্রামে ছুটে এলেন বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা । বিনামূলে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ পরীক্ষা ব্যাবস্থা করা হয়। এদিন সকাল থেকেই কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, মিউজিক্যাল চেয়ার বিস্কুট দৌড় সহ একাধিক প্রতিযোগীতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহযোতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন। উপস্থিত পুলিশ কর্তা সুজাউদ্দিন সেখ বলেন " আজকে খুব ভালো লাগছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলাকার ছেলে মেয়েরা যেভাবে ভিড় জমিয়েছে।"

কুলগাছিয়ায় তৃণমূলের সভা

সুরজীৎ আদক ● কুলগাছিয়া

আপনজন: রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগে চণ্ডীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভা কুলগাছিয়ার সুপার মার্কেটে।উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য দুলাল চন্দ্র কর,চণ্ডীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রেজাউল হক মোল্লা,চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহদেব রুইদাস,হাওড়া গ্রামীণ জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ:সভানেত্রী ঋতুপর্ণা কর সহ,ওই অঞ্চলের দলের যুব সভাপতি অঞ্জন রুইদাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তুলুজের কাছে হেরে ক্ষুব্ধ ক্লপ

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপা লিগে ফরাসি ক্লাব তুলুজের কাছে ৩-২ গোলে হারল লিভারপুল। 'ই' গ্রুপের এ ম্যাচের ফলটা অন্যরকম হলেও হতে পারত, যদি যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে জারেল কুয়ানশাহর গোল বাতিল না হতো। এই গোল বাতিলের সিদ্ধান্তে মোটেই খুশি নন লিভারপুল কোচ ইউর্গেন ক্লপ। ইউরোপা লিগের চলতি মৌসুমে এটি লিভাপুলের প্রথম হার। এই হারের পরও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তারা। ঘরের মাঠে ৩৬ মিনিটে তুলুজকে এগিয়ে দেন অ্যারন দোনুম। এরপর ৫৮ মিনিটে ডালিঙ্গা করেন দ্বিতীয় গোল। ৭৪ মিনিটে ক্রিস্তিয়ান কাসেরেসের আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় লিভারপুল। কিন্তু ২ মিনিট পরই ৩-১ গোলে এগিয়ে যায়। ৭৬ মিনিটে গোলটি আসে ফ্রাঙ্ক মাগরির কাছ থেকে। লিভারপুল ব্যবধান কমায় ৮৯ মিনিটে দিয়াগো জোতার গোলে। যোগ করা সময়ের ১০ মিনিটে কুয়ানশাহ তুলুজের জালে বল পাঠালে আনন্দে মেতে ওঠে লিভারপুলের সমর্থকেরা। তবে গোলটি ভিআরে বাতিল হয়। গোল বাতিল নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ ক্লপ, 'আমরা তৃতীয় গোলটি করেছি। শতভাগ নিশ্চিত এটা গোল ছিল। আমি নিশ্চিত নই যে বল হাতে লেগেছিল কি না, ব্যাপারটা এমনই।'
তুলুজের সমর্থকদের উদ্‌যাপনের জন্য সাক্ষাৎকার দিতেও সমস্যা হয়েছে ক্লপের। যা নিয়ে খেপেছেন এই জার্মান কোচ, 'আমরা এই সংবাদ সম্মেলনের মতোই বিশৃঙ্খল ছিলাম। এই জায়গাতে সংবাদ সম্মেলন করার পরিকল্পনা কার ছিল?'

শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করে দিল আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগে শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করেছে আইসিসি। দেশটির ক্রিকেট বোর্ডে দুর্নীতির অভিযোগ এবং সে জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ নিয়ে গত কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। আইসিসির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে আইসিসির পূর্ণ সদস্যপদ পেয়েছিল দেশটি।
আইসিসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'আইসিসি বোর্ড আজ সভায় বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেছে। বিশেষ করে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে ক্রিকেট প্রশাসনকে সরকারি হস্তক্ষেপের বাইরে থাকার প্রয়োজন ছিল। সময়মতো এই স্থগিতাদেশের শর্তগুলো জানিয়ে দেবে আইসিসি বোর্ড।'
গতকালই বিশ্বকাপে শেষ ম্যাচটি খেলেছে শ্রীলঙ্কা। এ মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার নয়ে আছে তারা।
শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডকে (এসএলসি) এর আগে বরখাস্ত করেছিল দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এরপর শ্রীলঙ্কাকে ১৯৯৬ বিশ্বকাপ জেতানো সাবেক অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গাকে চেয়ারম্যান করে বোর্ডে অর্ন্তবর্তীকালিন কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কার আপিল আদালত অন্তর্বর্তীকালিন কমিটির কার্যক্রম দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।
শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহে দেশটির ক্রিকেট বোর্ডকে বরখাস্ত করে রানাতুঙ্গার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালিন কমিটি অনুমোদন করেন। একদিন পরই শ্রীলঙ্কার আদালত সে কমিটির কার্যক্রম দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন। এরপর শ্রীলঙ্কার আইনসভাতেও এসএলসির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমনিতে ১৯৭৩ সালে জাতীয় ক্রীড়া আইন অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কার সব জাতীয় দল চূড়ান্ত অনুমোদনে ভূমিকা রাখেন দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, বোর্ডে সরকার নিযুক্ত অন্তর্বর্তীকালিন কমিটি ক্ষমতায় থাকলেও আইসিসি এর আগে এত দ্রুত সদস্যপদ স্থগিত করেনি। এর আগে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে ২০১৪ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালিন কমিটি কাজ করেছে, তখন আইসিসি অর্থ দিয়েছে শর্তের ভিত্তিতে। তখন অবশ্য বোর্ড মিটিংয়ে এসএলসিকে পর্যবেক্ষক স্তরে নামিয়ে দিয়েছিল আইসিসি। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড তখনো আইসিসির সদস্য ছিল।
আহমেদাবাদে আগামী ১৮-২১ নভেম্বর আইসিসির ত্রৈমাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এর আগে আজ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে আলোচনা করেছে আইসিসি বোর্ড। এসএলসির সব জায়গায় শ্রীলঙ্কা সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বিগ্ন আইসিসি। বোর্ড পরিচালনা থেকে আর্থিক বিষয়াদি এমনকি জাতীয় দলের বিভিন্ন বিষয়েও শ্রীলঙ্কা সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বিগ্ন ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থা। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে নিজেদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে আইসিসি এবং আগামী ২১ নভেম্বর আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ জানানো হবে।

একসঙ্গে খেলতে না পারার আফসোস মেসি ও জিদানের

আপনজন ডেস্ক: তারা দু'জনই বিশ্বকাপজয়ী তারকা। ক্লাব ফুটবলে তাদের আছে অঢেল সাফল্য। ফ্রান্স তারকা জিনেদিন জিদান ছিলেন মধ্যমাঠের কুশলী খেলোয়াড়। আর মেসি আক্রমণভাগের।
এখনও ফুটবল পায়ে মোহিত করছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। কিন্তু এই দুই তারকা ফুটবলার কখনো এক দলের হয়ে খেলতে পারেননি। এ নিয়ে দু'জনেরই আছে অনেক আফসোস।
সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে জনপ্রিয় জার্সি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান 'অ্যাডিডাস'।
সেই ভিডিওতে দেখা যায়, প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে একে অপরের সঙ্গে আড্ডায় মেতে ছিলেন মেসি ও জিদান। সেখানেই এমন প্রশ্ন উঠে এসেছিল যে, দুইজন এক সঙ্গে খেলতে না পারায় আফসোস হয় কিনা? এমন প্রশ্নের জবাবে শুরুতে জিদান বলেছেন,'এটি একটি দুঃখের বিষয় যে আমরা একসঙ্গে খেলতে পারিনি। তোমাকে বল পাস দেওয়ার এটাই সময় (হাসি)। আমি অনেকটা দূর থেকে এসেছি। তবে তোমার সঙ্গে ফুটবল সম্পর্কে কিছু কথা বলতে পারাটা আনন্দদায়ক। কারণ সবাই এটা শুনতে চায়।' এর ঠিক পরে মেসিকে ম্যাজিশিয়ান বলে অভিহিত করেন জিদান,'আজ আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন কারণ আমি তাকে বলতে পারছি যে, তাকে নিয়ে কতটা প্রশংসা করি... আমি মনে করি, এটি ম্যাজিক, খাঁটি ম্যাজিক।'
জিদানের সঙ্গে খেলতে না পারায় আফসোস করেছেন মেসিও,'আমিও আপনাকে নিয়ে প্রশংসা করি। আমরা একসঙ্গে খেলার ব্যাপারে ভাগ্যবান ছিলাম না।
কিন্তু একে অপরের বিপক্ষে কয়েকটা ম্যাচ খেলেছি। আপনি যা করেছেন এবং করছেন তাতে সবসময় শ্রদ্ধা ও সমর্থন থাকবে।।'
এরপর মেসি জিদানকে প্রশংসায় ভাসিয়ে বলেছেন,'সবসময় তাকে নিয়ে প্রশংসা করি। মাদ্রিদে থাকতে তাকে প্রচুর অনুসরণ করেছি এবং তিনি আমাকে প্রচুর ভুগিয়েছেনও কারণ আমি বার্সেলোনা থেকে এসেছি। তিনি সবসময়ই একজন ভিন্ন ধরনের খেলোয়াড়।
সৃজনশীলতা, শিল্প, জাদু- সবকিছুই তার মধ্যে ছিল। আমি বিশ্বাস করি, তিনি ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। তাকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি আছে।'
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মেসি বলেছেন,'চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে লেভারকুসেনের বিপক্ষে তিনি বাঁ পায়ে যে গোলটি করেছিলেন, বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রাজিলের বিপক্ষে সেই গোল দুটো, সেই রুলেট ড্রিবলিং, ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে বাঁ পায়ের সেই গোলটি; আমরা যারা ফুটবল ভালোবাসি তাদের কাছে এসব ছিল উপভোগের। আমিও প্রচুর উপভোগ করেছি। এমনকি এটা আমার জন্য হজম করা কিছুটা কঠিনও ছিল। কারণ আমি একজন বার্সা ভক্ত। তবে কিংবদন্তি খেলোয়াড়দের জার্সি-দেশ এসব দিয়ে বিবেচিত করা হয় না, তারা এরও ঊর্ধ্বে।'
২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত লস ব্লাঙ্কোসদের হয়ে খেলেছেন জিনেদিন জিদান। আর মেসির বার্সেলোনার হয়ে অভিষেক হয় ২০০৪ সালে। ২০০৫ সালে এল ক্লাসিকোতে জিদানের বিপক্ষে খেলেছিলেন মেসি। এরপর ২০১৬ থেকে ২০১৮ এবং ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের কোচ ছিলেন জিদান। সেসময় খেলোয়াড় হিসেবে জিদানের মুখোমুখি হন মেসি।

বাবার মুক্তির খবর শুনেই খেলতে নামলেন দিয়াজ

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে সুখবর পেলেন লুইস দিয়াজ। লিভারপুল উইঙ্গারের বাবাকে আজ বৃহস্পতিবার ছেড়ে দিয়েছে কলম্বিয়ার ইএলএন গেরিলারা। ১২ দিন আগে দিয়াজের বাবা ও মাকে অপহরণ করে গেরিলা দলটি। দিয়াজের মাকে অবশ্য অপহরণের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিল অপহরণকারীরা।
লুইস দিয়াজের বাবা লুইস মানুয়েল দিয়াজকে আজ মধ্যস্থতাকারী মিশনারি সংস্থার হাতে তুলে দেয় গেরিলারা। এরপর হেলিকপ্টারের করে কলম্বিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর ভায়েদুপারের নিয়ে যাওয়া হয় লুইস দিয়াজ সিনিয়রকে। মধ্যস্থতাকারী মিশনারি সংস্থা দ্য বিশপস কনফারেন্সে আজ তাঁর একটি ছবিও প্রকাশ করেছে। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে লুইস দিয়াজ সিনিয়রকে মুক্তির খবর দেন।
গত ২৮ অক্টোবর বাবার অপহরণের খবর শোনার পর লিভারপুল ছেড়ে দেশে চলে যান লুইস দিয়াজ। ইতিবাচক আলোচনার পর আবারও লিভারপুলে ফিরে যান দিয়াজ। ফেরার পর প্রিমিয়ার লিগে যোগ করা সময়ে গোল করে লুটন টাউনের বিপক্ষে লিভারপুলকে একটি পয়েন্ট এনে দেন দিয়াজ। ওই গোলের পর নিজের জার্সি উঁচিয়ে টি শার্টে লেখা 'বাবাকে মুক্তি দাও' লেখা স্লোগান দেখিয়েছিলেন দিয়াজ। বাবার মুক্তির খবর শুনেই আজ ইউরোপা লিগে তুলুজের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলতে নেমেছেন দিয়াজ।

সেমিফাইনালের আগে আফগান-স্পিন পরীক্ষায় জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়েছে আগেই। আহমেদাবাদে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচটা ছিল প্রোটিয়াদের দলের সমন্বয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ। জয়ে সেমিফাইনালের আগে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল এই ম্যাচ। আফগানদের বিপক্ষে ৫ উইকেটের জয়ে দুটিই অর্জন করল প্রোটিয়ারা।
আফগানিস্তানকে ২৪৪ রানে থামিয়ে ৪৭.৩ ওভারে ৫ উইকেট হাতে রেখে লক্ষ্য টপকে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অপরাজিত ৭৬ রান করে ম্যাচসেরা রেসি ফন ডার ডুসেন।
স্কোরবোর্ডে রান থাকলে আফগানিস্তান বরাবরই ভয়ংকর প্রতিপক্ষ। আজ জিতলেও দক্ষিণ আফ্রিকা সেটি টের পেয়েছে। রান তাড়ায় কুইন্টন ডি কক ও টেম্বা বাভুমা উদ্বোধনী জুটিতে ৬৪ রান যোগ করলেও আফগান-স্পিন প্রোটিয়াদের স্বস্তি দেয়নি। পাওয়ার প্লেতে ৫৪ রান তোলার পরের ওভারেই প্রোটিয়া অধিনায়ক বাভুমাকে (২৩) ক্যাচ বানান স্পিনার মুজিব উর রহমান। ১১তম ওভারের সে ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই ১৪তম ওভারে ডি কক আউট। আরেক স্পিনার মোহাম্মদ নবীর বলে ৪১ রান করে এলবিডব্লু হন ডি কক।
মাঝের ওভারে থিতু হয়ে আউট হয়েছেন এইডেন মার্করাম (২৫) ও হাইনরিখ ক্লাসেন (১০)।
আফগান স্পিন ত্রয়ীর আরেক সদস্য রশিদ খানের বলে দুজনই আউট হন। তিনে নামা রেসি ফন ডার ডুসেন টিকে থাকায় রক্ষা। মার্করামের সঙ্গে ৬০ বলে ৫০ রানের জুটি গড়ার পর ডেভিড মিলারের সঙ্গে আরও ৪৩ রান যোগ করেন ডুসেন। মার্কো ইয়ানসেনের জায়গায় আজকের ম্যাচে সুযোগ পাওয়া আরেক অলরাউন্ডার আন্দিলে ফিকোয়াওকে নিয়ে বাকি পথটা পাড়ি দেন ডুসেন। দুজন মিলে ষষ্ঠ উইকেটে ৬২ বলে অবিচ্ছিন্ন ৬৫ রানের জুটি গড়েন। ডুসেন ৯৫ বলে ৬টি চার ও ১টি ছক্কায় অপরাজিত ৭৬ রান করেন।
ফিকোয়াওর ব্যাট থেকে এসেছে ৩৭ বলে ৩৯ রান।
আফগানিস্তানের হয়ে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন নবী ও রশিদ। এর আগে আফগানিস্তানের ইনিংসটা একাই টেনেছেন অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ ওমরজাই। টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া আফগানিস্তান ১১৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বসে। ওমরজাই লড়াই শুরু করেন তখনই। সেখান থেকে নিচের সারির ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে ছোট ছোট জুটি গড়ে আফগানদের রানটা নিয়ে যান ২৪৪-এ। ওমরজাইয়ের ক্যারিয়ার সেরা অপরাজিত ৯৭ রান ছিল আফগান ইনিংসের মেরুদণ্ড।

আইসিসির মাসসেরা রাচিন রবীন্দ্র

আপনজন ডেস্ক: দারুণ একটা বিশ্বকাপ কাটছে রাচিন রবীন্দ্রর। নিউজিল্যান্ডের এই অলরাউন্ডার বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত খেলা ৯ ইনিংসে ৩টি শতক ও ২টি অর্ধশতকসহ ৭০.৬২ গড়ে করেছেন ৫৬৫ রান। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকও তিনিই।
রবীন্দ্র বিশ্বকাপে তাঁর ৩টি শতকের দুটিই করেছেন অক্টোবর মাসে, অধর্শতক ২টিও অক্টোবরেই। একই সঙ্গে অক্টোবর মাসে বিশ্বকাপে ৩টি উইকেটও নিয়েছেন কিউই অলরাউন্ডার। মাসজুড়ে দুর্দান্ত এই পারফরম্যান্সের পুরস্কারও পেলেন রবীন্দ্র। আইসিসির অক্টোবর মাসের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি।
মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার হওয়ার পথে এই অলরাউন্ডার হারিয়েছেন কুইন্টন ডি কক ও যসপ্রীত বুমরাকে।
২৩ বছর বয়সী রবীন্দ্র বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন মাত্র ১২টি ওয়ানডে। কিন্তু বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ থেকেই দারুণ ছন্দে ছিলেন তিনি। প্রথম ম্যাচে খেলেছেন অপরাজিত ১২৩ রানের অসাধারণ এক ইনিংস। আহমেদাবাদে তাঁর এই ইনিংসে ভর করেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপে দারুণ শুরু করে নিউজিল্যান্ড।
এ ছাড়া নেদারল্যান্ডস ও ভারতের বিপক্ষে করেন অর্ধশতকের পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পেয়েছেন শতক। ৮৯ বলে খেলেছেন ১১৬ রানের ইনিংস। সব মিলিয়ে অক্টোবর মাসে ৬ ইনিংস খেলে রবীন্দ্র ৮১.২০ গড়ে করেছেন ৪০৬ রান।

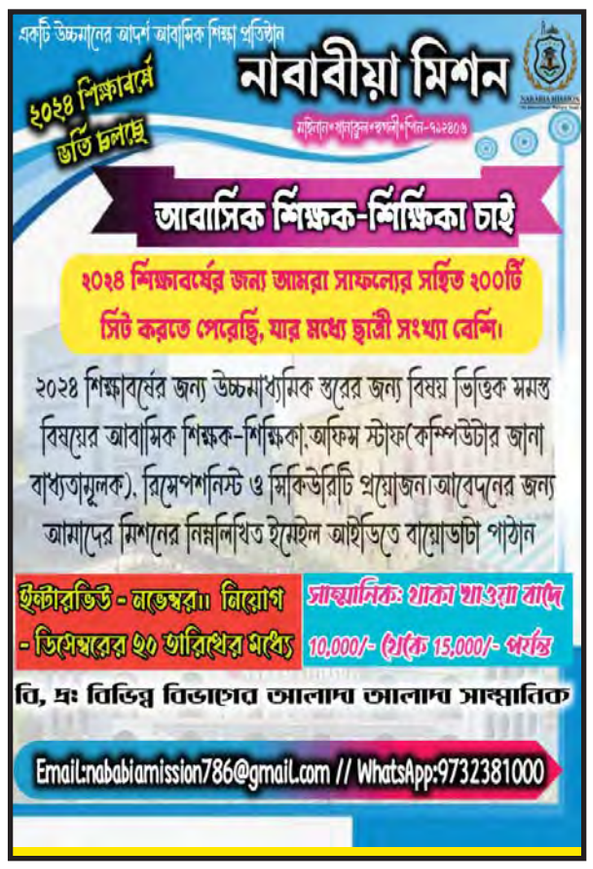

হার দিয়ে বিশ্বকাপ শেষ আফগানিস্তানের

আপনজ ডেস্ক: আজ লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে বিশ্বকাপ মিশন শেষ করল আফগানিস্তান। আহমেদাবাদে আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের অপরাজিত ৯৭ রানের কল্যাণে ২৪৪ রান তোলে আফগানিস্তান। রসি ফন ডার ডুসেনের অপরাজিত ৭৬ ও কুইন্টন ডি ককের ৪১ রানের সুবাদে ৫ উকেট ও ১৫ বল হাতে রেখে জয় পায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এই জয়ে ৯ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান শক্ত করল তারা।
২৪৫ রান তাড়ায় নেমে উদ্বোধনি জুটিতে ৬৪ রান তোলেন ডি কক ও তেম্ব বাভুমা। ২৩ রানে অধিনায়ক বাভুমা আউট হলে এই জুটি ভাঙে। ২ রান পরেই ফিরে যান ডি কক। এরপর এইডেন মারক্রামের সঙ্গে ৫০ রানের জুটি ডুসেনের। পরে মারক্রাম, হেনরিক ক্লাসেন, ডেভিড মিলাররা ইনিংস বড় করতে না পেরে ফিরে গেলেও রান তোলার কাজ চালিয়ে যান ডুসেন। ষষ্ঠ উইকেটে অ্যান্ডিল ফেহলাকওয়াইওয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ৬৫ রানের জুটিতে নিজে অর্ধশতক করার পাশাপাশি অপরাজিত ৭৬ রানে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ডুসেন। ফেহলাকওয়াইও অপরাজিত থাকেন ৩৯ রানে।
এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান উদ্বোধনি জুটিতে ৪১ রান তোলে আফগানিস্তান। তবে ৫ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা।

২০২৪ আইপিএলে খেলবেন পন্ত, বললেন সৌরভ

আপনজ ডেস্ক: গত বছরের ডিসেম্বরে ভয়ংকর গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মাঠের বাইরে ছিটকে যান ঋষভ পন্ত। এরপর এ বছরের আইপিএলে ছিলেন দর্শক হয়ে। ভারতের হয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পর খেলতে পারেননি ওয়ানডে বিশ্বকাপেও। সেই পন্ত খেলবেন ২০২৪ সালের আইপিএলে।
২৬ বছর বয়সী পন্তের দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার খবরটি দিয়েছেন আইপিএলে তাঁর দল দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেট পরিচালক সৌরভ গাঙ্গুলী। গত কয়েক মাসে পন্ত শারীরিক ও মানসিক ধকল অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন বলে জানিয়েছেন বিসিসিআইয়ের সাবেক প্রধান।
পন্তকে নিয়ে সৌরভ বলেছেন, 'ঋষভ পন্ত এখন ভালো অবস্থায় আছে। সে আগামী মৌসুমে খেলবে। এখনই সে অনুশীলন করবে না। এখানে সে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত থাকবে। পন্তের এ বিষয় নিয়ে দলে আলোচনা হয়েছে। সে দলের অধিনায়ক।'
কলকাতায় দিল্লি ক্যাপিটালসের অনুশীলন চলছে। সেখানে পন্তকে খুব একটা অস্বস্তিতে থাকতে দেখা যায়নি। তা ছাড়া হাঁটুতে কোনো কিছু প্যাঁচানো ছাড়াই হাঁটতে দেখা গেছে তাঁকে। ভারতের পত্রিকা ইন্ডিয়া টুডের খবর অনুযায়ী পন্ত আগামী বছরের শুরুর দিকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরবেন।
আগামী বছরের জানুয়ারিতে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। সবকিছু ঠিক থাকলে সেই সিরিজ দিয়েই পন্ত আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque